RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৩৯ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ৫ জুলাই - ১৮ জুলাই, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 29, Issue: 39, Cooch Behar, Friday, 5 July - 18 July, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

ভোটের ফল নিয়ে আদালতে মামলা নিশীথের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোট নিয়ে কারচুপির অভিযোগ করেছিলেন আগেই। এবারে আদালতে গেলেন কোচবিহার লোকসভা আসনের পরাজিত প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। ২ জুলাই মঙ্গলবার কলকাতা আদালতে 'ইলেকশন পিটিশন' দায়ের করেন তিনি। ৩ জুলাই বুধবার নিশীথ কলকাতা থেকে কোচবিহারে ফিরেছেন। তিনি জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটের কোচবিহারের ফল তিনি মানছেন না। কারণ তাতে বহু সন্দেহের জায়গা রয়েছে। সে কারণেই প্রায় দু'শো ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও ভোট গণনা কেন্দ্রের ফরেন্সিকের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সেই কারণেই তাঁর মামলা করা। নিশীথ বলেন, "গণনার পর বেশ কিছু বিষয়ে অভিযোগ আসে আমার কাছে। আমরা তা খতিয়ে দেখি বুঝতে পারি অনেক ঘটনা ঘটেছে। তাতে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উঠে আসে। সে সব নিয়েই আদালতে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেছি।" খুব শীঘ্রই ওই মামলার শুনানি হতে চলেছে। কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "ভোটে হেরে নিশীথ প্রামাণিকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই এসব করছে। আগে মন্ত্রী ছিলেন, অনেক ক্ষমতা ছিল। সেসব এখন নেই, তা আর মেনে নিতে পারছেন না। তিনি তো ভোটের পরে বলেছিলেন, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচন হয়েছে। গণনার পর যখন হেরে গেলেন তখন অন্য কথা বলছেন। আর সংবিধানে আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তিনি যেতেই পারেন। তা নিয়ে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।" নিশীথ বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। সাংসদের পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সেই নিশীথ কোচবিহারে ভোটে জিতবেন তা প্রায় ধরে নিয়েছিলেন সমস্ত নেতৃত্ব। এমনকী গণনার পরেও তিনি কত ভোটে জিতবেন তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে হিসেব নিকেশ চলে। কিন্তু ভোট গণনার প্রায় প্রথম থেকেই ছিল উল্টো চিত্র। ৪ জুন লোকসভা ভোটের গণনা হয়। কোচবিহার আসনে ৩৯ হাজার ২৫০ ভোটে বিজেপি প্রার্থী নিশীথকে হারিয়ে দেন তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। নিশীথ অভিযোগ করেন, প্রায় শতাধিক বুথের ইভিএমের নম্বরের সঙ্গে ফর্ম সেভেন্টিন সি'র নম্বর মিলছে না। তা নিয়ে গণনা কেন্দ্রে তাঁদের কাউন্টিং এজেন্টদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে শুরু করলে গ্রেফতার করা হয়। সেক্ষেত্রে ইভিএমে কারচুপি হয়েছে বলে মনে করছেন তারা। সেই সঙ্গে কোচবিহার লোকসভার আট শতাংশ বুথে ছাপ্পা ভোট হয়েছে বলেও মনে করছেন নিশীথ। তিনি দাবি করেন, ওই বুথগুলিতে সব মিলিয়ে তাঁর ভোট সংখ্যা ছয় হাজার। তৃণমূলের এক লক্ষের উপরে। সে সব নিয়ে ভোট গণনার দিন কয়েক পরেই আইনি পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন নিশীথ। তারপরেই কোচবিহারে এসেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনিও একই অভিযোগ করে নিশীথকে আইনি পথে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপরেই আদালতে মামলা করেন তিনি।

উপাচার্য-রেজিস্ট্রার বিরোধ নিয়ে অচলাবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উপাচার্য-রেজিস্ট্রার বিরোধ নিয়ে ফের অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২ মে মঙ্গলবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ভাঙা হয়েছে রেজিস্ট্রার অফিসের তালা। একাধিক সিসিটিভিও ভাঙা হয়েছে। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় উপাচার্যের অফিসে। অফিসে ঢুকতে না পেরে দীর্ঘসময় বাইরে অপেক্ষা করেন উপাচার্য নিখিলেশ রায়। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ। আরও অভিযোগ, উপাচার্যের গাড়ির চালককে ভয় দেখানো হয়। বাধ্য হয়ে চালক গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে যান। পরে অন্য একটি গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন উপাচার্য। ওই ঘটনায় তিনটি এফআইআর দায়ের হয়েছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায়। একটি করেছেন উপাচার্য, একটি করেছেন অপসারিত রেজিস্ট্রার এবং আরেকটি অভিযোগ করেছেন রেজিস্ট্রার ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক সাবলু। দুটি অভিযোগ হয়েছে এসসিএসটি ধারায়। ওই ঘটনার তদন্তে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের যান কোচবিহার পুলিশের ডিএসপি চন্দন দাস।

গত ১০ মে উপচার্যের কাজে অসহযোগিতা সহ একাধিক অভিযোগে রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সফেলিকে বরখাস্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক প্রদীপ কুমার করকে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সময়ই রেজিস্ট্রারের মূল অফিস সিল করে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রদীপ কর অন্য একটি ঘরে বসে ওই দায়িত্ব সামলাতে শুরু করেন। সেই সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়নি আব্দুল কাদের সফেলিকে। তা নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন আব্দুল কাদের সফেলি। এই অবস্থার মধ্যে ওইদিন সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ আব্দুল কাদের সফেলি পৌঁছান বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূল প্রভাবিত কর্মচারি সংগঠন। তারা উপাচার্যের বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন। অফিসে পৌঁছে সফেলি বলেন, "আমি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীন একজন কর্মী। উচ্চশিক্ষা দফতর যেমন নির্দেশ দিয়েছে সেভাবেই কাজ করব। এর বাইরে এই মুহূর্তে আর কিছু বলব না।" তিনি দাবি করেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দেখতে পান তাঁর অফিসের তালা খোলা রয়েছে। আড়াইটা নাগাদ উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছান। সেই সময় তাঁর অফিস তালাবন্দি ছিল। অফিস রুমের সামনে পথ আটকে বসেছিলেন কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। তাঁরা উপাচার্যের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচেও অবস্থানে সামিল হয়েছিলেন তৃণমূল প্রভাবিত কর্মচারি সংগঠনের সদস্যরা। উপাচার্য বলেন, "আমাকে হেনস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। আসলে উপাচার্য হিসেবে আমাকে অনেকেই মেনে নিতে চাইছেন না। কারণ উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়েও নিয়ম মেনে কাজ করেছি। এটা অনেকে মানতে চাইছেন না। একজন মন্ত্রী পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। বরখাস্ত রেজিস্ট্রারও রয়েছেন তার মধ্যে। একজন প্রাক্তন উপাচার্যও রয়েছেন। এভাবে অপসারিত রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারেন না। এফআইআর করেছি। কেউ যদি ভেবে থাকেন এভাবে আমাকে ভয় দেখাবেন তাহলে মূর্খের স্বর্গে বসবাস করছেন। আন্দোলনকারী ছাত্র কৌশিক দাম বলেন, "উপাচার্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা না করেই নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। সে কারণেই আমরা আন্দোলন করছি।" কর্মচারি সংগঠনের সভাপতি রুহেল রানা আহমেদ বলেন, "আমাদের আট দফা দাবি মানা হয়নি। তার প্রতিবাদেই আন্দোলন।" আরেক অধ্যাপক সাবলু বর্মণ বলেন, "আমি রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দেখা করেছি বলে আমাকে হেনস্থা করা হয়। তা নিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছি।" অপসারিত রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সফেলিও উপাচার্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।

নিগৃহীতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙা: বিচারকের সামনে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হল বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নির্যাতিতা নেত্রীর। ৩ মে বুধবার কোচবিহারের মাথাভাঙা আদালতে তাঁর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। আদালত থেকে বেরিয়ে নির্যাতিতা বলেন, "সমস্ত ঘটনা জানিয়েছি। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা আমার উপরে হামলা করে। আমাকে ব্যাপক মারধর করা হয়। বিবস্ত্র করা হয়। সব জানিয়েছি। আমি অভিযুক্তদের শাস্তি চাই।" অনেকেই দাবি করছেন, ওই ঘটনা পুরোপুরি পরিবারিক, সেই প্রশ্নে নির্যাতিতার জবাব, "এটা কোনও পারিবারিক ঘটনা নয়। যারা আমার উপরে হামলা করেছেন তারা আমার কেউ নন। তারা তৃণমূল করে। আমি বিজেপি করি বলেই হামলা হয়েছে।" কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ওই ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।" নির্যাতিতার সঙ্গে আদালতে বিজেপির কোচবিহার জেলার একাধিক নেতাও গিয়েছিলেন। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "ওই ঘটনা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। ওই ঘটনার ন্যায় বিচার চাই আমরা। মঙ্গলবার রাজ্যপালকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। এদিন গোপন জবানবন্দি রেকর্ড হয়েছে।" তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "তদন্ত চলুক। কেউ অন্যায় করে থাকলে শাস্তি পাবেন, এটা আমরাও চাই। কিন্তু একটি পারিবারিক বিষয়কে রাজনৈতিক করার চেষ্টা করছে বিজেপি যা মানা যায় না।"

গত ২৫ জুন কোচবিহারের মাথাভাঙায় বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের এক নেত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠে, ওই মহিলাকে প্রকাশ্যে মারধর করে বিবস্ত্র করা হয়। সেই ছবি ছড়িয়ে পড়ে। যা নিয়ে রাজ্য জুড়ে আলোড়ন তৈরি করা হয়। গত শনিবার বিজেপির সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কোচবিহারে এসে ওই নিগৃহীতার সঙ্গে কথা বলেন। ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করেন তাঁরা। তারপরেই কোচবিহার পৌঁছান জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি ডেনিলা কংবুপ। তিনিও নিগৃহীতার সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশের সঙ্গেও কথা বলেন ডেনিলা। তিনি ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষের কথা জানান। সোমবার ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভায় বিজেপির মহিলা বিধায়করা অবস্থানে বসেন। মঙ্গলবার নিগৃহীতার সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। ওইদিন কোচবিহার জেলা বিজেপির নেতা নিগৃহীতা মহিলাকে নিয়ে সকালে শিলিগুড়ি যান। সেখানেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। এর পরেই নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়।

মাতৃমা বিভাগের পরিদর্শনে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কর্তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শুক্রবার কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগের পরিদর্শনে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কর্তারা। প্রসঙ্গত গত দু'দিন ধরে মাতৃমার সামনে জমে রয়েছে প্রচুর নোংরা আবর্জনা। আর সে সেই নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করছে না বলে অভিযোগ মাতৃমায় ভর্তি হওয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের। আর এই নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ার ফলে দুর্গন্ধের কারণে সেই মাতৃমার সামনে যাতায়াত করা খুব অসুবিধা সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানান তারা। এরপর আজ অর্থাৎ শুক্রবার কোচবিহার জেলা সদর মহকুমা শাসক সহ ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিদর্শনে যান। এদিন পরিদর্শন শেষে সদর মহকুমা শাসক কুণাল ব্যানার্জি জানান, আমরা জেলাশাসকের নির্দেশে পরিদর্শন করে গেলাম এবং মাতৃমার সামনে যেসব দোকান রয়েছে ও পাশাপাশি কিছু লোকের অভিযোগের কথা শুনলাম আমরা জেলাশাসক মহাশয়কে জানাবো এরপর যা পদক্ষেপ নেওয়ার আমরা নেব।

বিদ্যুৎ অপচয় রুখতে সতর্কবার্তা শিক্ষা দফতরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিদ্যুতের অপচয় বন্ধে একাধিক নির্দেশ জারি করল শিক্ষা দফতর। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন থেকে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর প্রত্যেক স্কুলকে জমা করতে হবে বিদ্যুতের হিসেব। ছুটি হয়ে যাওয়ার পরে স্কুলে লাইট-ফ্যান ঘুরছে কি না, তা দেখতে হবে নিয়মিত পরিদর্শন হবে। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি স্কুলে পরিদর্শন করেছে স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শক সমর চন্দ্র মণ্ডল নিজেও একটি স্কুলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করার জন্যে একটি নির্দেশ এসেছে। এমনিতে বিদ্যুৎ অপচয় হয় যাতে না হয় সে জন্যে সবাই সতর্ক রয়েছে। একটি স্কুল পরিদর্শন করেছি। সেখানে সব কিছুই ঠিক রয়েছে। অন্যত্র এই বিষয়ে সবাই সতর্ক বলেই রিপোর্ট পেয়েছি।" শিক্ষা দফতর সূত্রেই জানা গিয়েছে, একাধিক স্কুলে বিদ্যুৎ নিয়ে সতর্কতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্কুল ছুটির পরে অথবা ফাঁকা ক্লাসে লাইট বা ফ্যান চলতে দেখা যায়। সেই অবস্থা যাতে না থাকে, সে জন্যেই প্রত্যেককে সতর্ক করা হয়েছে।

আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে বৈঠকে প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে এবারে সক্রিয় হয়ে উঠল কোচবিহার জেলা প্রশাসনও। দিন কয়েক ধরেই আকাশছোঁয়া আনাজের দাম নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। তার মধ্যে তরতরিয়ে বাড়ছিল আলুর দামও। ২০ টাকা কেজির আলু পৌঁছে যায় ৩৫ টাকা কেজিতে। এরপরেই সক্রিয় হয়ে ওঠে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। ২৬ জুন বুধবার কোচবিহার জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে ওই বিষয়ে বৈঠক হয়। সেখানে কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও হিমঘর মালিক, আলু ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারাও ছিলেন। পরে সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, "আমাদের জেলায় আলুর কোনও ঘাটতি নেই। হিমঘরে এখনও আড়াই লক্ষ টন আলু আছে। যা নতুন আলু ওঠা পর্যন্ত পর্যাপ্ত। তাই নতুন করে আলুর দাম বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সেই বিষয়ে সকলে একমত হয়েছেন।" কিন্তু বর্তমান বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ৩৫ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে, তা নিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, "কেজি প্রতি ৩০ টাকার নিচেই থাকার কথা। তেমন আছে বলেই আমরা জানি। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

সংখ্যালঘু নেত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে সরগরম কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙা: প্রকাশ্যে দিনের বেলা বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের এক নেত্রীকে বিবস্ত্র করার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে। গত ২৫ জুন ঘটনাটি কোচবিহারের মাথাভাঙার একটি গ্রামে। তা নিয়ে গোটা রাজ্য- রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আগামী সোমবার থেকে ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভায় লাগাতার অবস্থানের ডাক দিয়ে বিজেপি। শনিবার অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে বিজেপির সাত সদস্যের দল ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলতে কোচবিহারে পৌঁছান। পুলিশ লাইনে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করেন ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এখানেই শেষ নয়, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় মহিলা কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং সংখ্যালঘু কমিশনে চিঠি দিয়েছেন। জাতীয় মহিলা কমিশনও ওই বিষয়ে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। এদিন সকালেই অবশ্য রাজ্য পুলিশ ও কোচবিহার পুলিশের তরফে সমাজমাধ্যম ব্যবহার করে লিখিতভাবে দাবি করা হয়েছে, ওই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই। নেহাতই পারিবারিক গন্ডগোল হয়েছে। পাঁচজন মহিলার মধ্যে বচসার সময় নিগৃহীতার কাপড় ছিঁড়ে যায়। ওই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ আরও দাবি করেছে, গোপনে ওই মহিলার বিবস্ত্র অবস্থায় থাকা একটু ছবি তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, ওই ঘটনায় অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য ওই ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে

পুলিশ। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ওই ঘটনা তদন্ত চলছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।" রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকও পুলিশের সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, "বিজেপি পুরোপুরি মিথ্যে অভিযোগ করছে। ওই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এফআইরেও উল্লেখ করা হয়েছে আত্মীয়দের মধ্যে পুরনো শত্রুতা রয়েছে। সেখান থেকেই গন্ডগোল হয়। যারা গন্ডগোল করেছেন তারা কেউ তৃণমূলের কর্মী নয়। পরিকল্পিতভাবে এই বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।"

সংখ্যালঘু মোর্চার কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্যা ওই মহিলা অবশ্য অভিযোগ করছেন, বিজেপি করার জন্যই তার উপর হামলা হয়েছে। শুক্রবার মোবাইল ফোনে ওই মহিলার সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল এবং প্রিয়াঙ্কা টিব্রুয়াল। ওই মহিলা অভিযোগ করেন, ৪ জুন ভোট গণনার দিন থেকে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়া শুরু হয়। আতঙ্কে তারা ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেন। তার স্বামী বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। অনেকদিন পর ২৫ জুন তিনি বাড়ি থেকে বেরোন। সেই সময়ই তার উপরে হামলা হয়। বিজেপি কেন করছে, সে প্রশ্ন তুলে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী তাকে ব্যাপক মারধর করা হয়। তাকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সাংবিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় দাবি করেন, পুলিশ নিরপরাধ একজনকে গ্রেফতার করেছে। দোষীদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "তৃণমূল যা বলে দেয়, পুলিশ তাই করে। সবাই জানে বিজেপি করার জন্য ওই পরিবারকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ওইদিন বাড়ি থেকে বেরোতেই হামলা হয়।"

অভিযুক্ত এক মহিলা বলেন, "আমরা প্রতিবেশী ও আত্মীয়। অনেকদিন ধরেই আমাদের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ রয়েছে। ওইদিন আমি ও আমার এক দিদি নদীর চরে ঘাস কাটতে গিয়েছিলাম। সেখানে অভিযোগকারীনিও ছিলেন। তিনি আমার দিদিকে কটূক্তি করেন। তা নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। নিজেই নিজের কাপড় ছিঁড়ে এমন অভিযোগ করেন।"

সারেন্ডার কেএলও ও লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার কমিটির বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সোমবার দুপুর একটা নাগাদ সারেন্ডার কেএলও ও লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যরা কোচবিহারের জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করার দাবিতে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে বসলেন তারা। প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে তারা চাকরির দাবিতে ও জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন তারা। কিন্তু স্মারকলিপি দেওয়ার পরও কোনো সুরাহা না হওয়ায় সোমবার সাগরদিঘি সংলগ্ন জেলাশাসক দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে জেলা শাসকের সাথে দেখা করে কথা বলার দাবি জানান তারা। তারা বলেন, যতক্ষণ না জেলাশাসকের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করতে পারছি ততক্ষণ আমরা এই অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সরবো না। দরকার পড়লে সারাদিন রাত এখানেই বসে থাকবো। এরপর যদি জেলাশাসকের সাথে সাক্ষাৎ হয় তারপর আমাদের যা দাবি রয়েছে তার সুরাহা না হলে এরপর আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাটবো। তারা আরো জানান, গত তিন বছর ধরে তারা জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। তবে তারা এখনো পর্যন্ত দেখা করতে পারেননি। যখনই আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তখনই আমাদের বলা হচ্ছে আজকে জেলাশাসক নেই। ঠিক সেই কারণে আজ জেলাশাসক দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন সারেন্ডার কেএলও ও লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যরা।

আনাজের দাম আকাশছোঁয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রথম কিছুদিন প্রখর গরম। তার পরেই আবার অতি বৃষ্টি। দুইয়ের যাঁতাকলে তরতরিয়ে বাড়ছে সবজির দাম। বেশিরভাগ সবজির দাম হাফ সেঞ্চুরি পার করেছে। কাঁচা লঙ্কার মতো সবজি সেঞ্চুরির পার করেছে। আর তাতে মাথায় হাত পড়েছে গৃহস্থদের। উদ্যান পালন দফতর সূত্রের খবর, গত তিন সপ্তাহে আনাজের উৎপাদন কমেছে পাঁচ থেকে দশ শতাংশ। তাই পাইকারি থেকে খুচরো সব বাজারেই হু হু করে বাড়ছে আনাজের দাম। তবে আলু ও পেঁয়াজের মতো আনাজের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। উদ্যানপালন দফতরের কোচবিহার জেলা আধিকারিক সত্যপ্রকাশ সিংহ বলেন, "আবহাওয়ার জন্য বহু জায়গায় সবজি নষ্ট হয়েছে। তার বাইরে পরাগমিলন না হওয়ায় উৎপাদন কমে গিয়েছে। আর তাতেই ফসল উৎপাদনে কমে এসেছে। বর্ষাকালিন একাধিক আনাজের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ উৎপাদন কমেছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে আগামী তিন সপ্তাহে পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে।" কোচবিহারেও আনাজের দাম খতিয়ে দেখতে একসময় টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কেন চুপচাপ বসে রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "বাজারগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিমভাবে কোনও আনাজের দাম বাড়ানো হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত এক মাসে কোচবিহারে আবহাওয়ার তারতম্য দেখা গিয়েছে। প্রথম পনেরো দিন প্রচন্ড রোদ। ঝলসে গিয়েছিল আনাজের পাতা। পরের পনেরো দিন টানা বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টিতে কোথাও কোথাও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রথম দফায় ফসলের পাতা নষ্ট হয়ে যায়। কোথাও কোথাও ফসলের গোড়াও পচে যায়। দ্বিতীয় দফায় বহু জায়গায় দুর্বল গাছ ভেঙে পড়ে। উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে প্রায় চল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে আনাজ চাষ হয়। এই সময়ে কাঁচা লঙ্কার পাশাপাশি পটল, ঝিঙে, ভেন্ডি, চালকুমড়োর মতো আনাজের চাষ হয়। প্রত্যেকটিই লতানো গাছ। বেশি চাপ পেলে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। মাস খানেক আগে কোচবিহারে আনাজের দাম অনেকটাই কমে গিয়েছিল। ২০ থেকে ২৫ টাকা কেজি ধরে একাধিক আনাজ পাওয়া যেত। এখন সবগুলিই হাফ সেঞ্চুরি পার করেছে। ঝিঙে ছুটছে ফুল সেঞ্চুরির পথে। এখন কেজি প্রতি ৭০ টাকা। কাঁচা লঙ্কার দাম যেখানে কেজি প্রতি ৮০ টাকায় নেমে এসেছিল এখন তা কেজি প্রতি ১৬০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।

কোচবিহারে বর্তমানে ফুলকপি, বাঁধাকপি, স্কোয়াশের মতো কিছু আনাজ আসে পাহাড় থেকে। পাহাড়েও খারাপ আবহাওয়ার জন্য উৎপাদন কমে গিয়েছে। দাম বেড়েছে সেগুলিরও। সেই সঙ্গে আলু কেজি প্রতি ৩৫ টাকা এবং পেঁয়াজ কেজি প্রতি ৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, "খারাপ আবহাওয়ার জন্যে সব আনাজের উৎপাদন কমেছে। কিন্তু আলু, পেঁয়াজ বা রসুন আদার মতো উৎপাদন কমেনি।" পাইকারি আনাজ বিক্রেতা চাঁদমোহন সাহা বলেন, "আমরা বাজারের উপর ভরসা করি। প্রয়োজনের থেকে কম আনাজ বাজারে এসেছে। তাই দাম বেড়েছে।"

মেখলিগঞ্জে চা বাগানে উদ্ধার যুবতীর দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চা বাগান থেকে উদ্ধার হল এক যুবতীর দেহ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে, কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের ২০৮ নম্বর উছলপুকুরি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম লাইজু খাতুন ওরফে শাহেনা। বয়স ১৯ বছর। মৃতার বাবা সহিদুল রহমান জানিয়েছেন, এদিন দুপুরের পর থেকে মেয়ে নিখোঁজ ছিল। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলে রাতে বিরাট পুলিশ বাহিনী পৌঁছায়। ছুটে আসেন মেখলিগঞ্জ থানার ওসি রাহুল তালুকদার সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা। দেহটি বাড়ির লোক শনাক্ত করেছে। তরুণীর মৃত্যু নিয়ে রহস্য ঘনিয়েছে। প্রাথমিক খবরে জানা গিয়েছে, যুবতীর সম্প্রতি বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। এই নিয়ে দ্বিমত তৈরি হয়। তারপর এদিন রাতে বাড়ি থেকে প্রায় এক কিমি দূরে দেহ ডাঙ্গাপাড়া চা বাগানের ভিতর থেকে উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি আগুনে ঝলসে গিয়েছে। খুন না কি নাকি আত্মহত্যা তা তদন্ত করে দেখবে পুলিশ।

আরও ছয় মাস বন্ধ থাকবে ‘উৎসশ্রী’ পোর্টাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আবারও ছয় মাস বন্ধ থাকবে ‘উৎসশ্রী’ পোর্টাল। আগামী ডিসেম্বর মাসে ওই পোর্টালের বন্ধ রাখার মেয়াদের সময়সীমা শেষ হবে। দেড় বছর ধরে বন্ধ হয়েছিল ‘উৎসশ্রী’ পোর্টাল। এবারে তা দুই বছরে দাঁড়াল। তারপরেও কি খুলবে ওই পোর্টাল? তা নিয়ে নিশ্চিত নয় কেউই। আর তা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে। শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্যেই ওই পোর্টাল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে অনৈতিক বদলির বিষয় নেই।”

রাজ্যের শাসক দলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের কোচবিহার জেলার সভাপতি অশেষ বসাক বলেন, “ নিয়োগের বিষয় এখনও চলছে। সে জন্যেই ওই পোর্টাল বন্ধ আছে।” শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উৎসশ্রী পোর্টালের বন্ধ রাখার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।”

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলির জন্যেই উৎসশ্রী পোর্টাল চালু করে রাজ্য সরকার। ওই পোর্টাল চালুর পর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা খুশি হয়েছেন। ওই পোর্টালে আবেদন করে অনেকে বদলি হয়ে নিজের বাড়ির কাছেও স্কুলে যেতে পেরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর যে কোনও সভায় সফলতার খতিয়ান তুলে ধরার সময়ে ‘উৎসশ্রী’ পোর্টালের বিষয়টি তুলে ধরেন। সেই পোর্টাল গত দেড় বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ২০২৩ সালের শুরুতে নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত কাজের কথা জানিয়ে পোর্টাল ছয় মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে তা দুই দফায় ছয় মাস করে মেয়াদবৃদ্ধি করা হয়। এবারে জানানো হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পোর্টাল বন্ধ থাকবে। একাধিক শিক্ষক সংগঠনের দাবি, অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বদলির আবেদন করার জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই সঙ্গে অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, আবার অনেক স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শিক্ষক রয়েছে। সে সব দেখে পোর্টালের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা অনেকটাই সম্ভব হত।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য বলেন, “ওই পোর্টাল দেড় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। তা আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে সময় প্রায় দুই বছর। আর সে জন্যে সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে। অতি দ্রুত ওই পোর্টাল চালু হওয়া প্রয়োজন।”

ধরলার ভাঙ্গনে সংকটে সীমান্তবর্তী গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: ধরলার ভাঙ্গনে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে দিনহাটা-১ নং ব্লকের গিতালদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত লাগোয়া জারিধরলা গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবার। নদীগর্ভে ভিটেমাটি বিলীন হয়ে যাওয়ার খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছানোর পরেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। গ্রামবাসীরা আশঙ্কা করছেন দ্রুত যদি প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে প্রায় অর্ধশতাধিক বাড়ি। গ্রামবাসীদের অভিযোগের মান্যতা দিয়ে জারিধারলা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আবুকালাম আজাদ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:১৫ মিনিট নাগাদ বলেন প্রত্যেক বছর ধরলার ভাঙ্গন থাকলেও এবারে সেই ভাঙ্গন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাড়ির ভিটে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে প্রায় অর্ধশতাধিক বাড়ি। এমতবস্থায় তিনি গ্রামবাসীদের বাঁচানোর স্বার্থে সরকারি হস্তক্ষেপের আবেদন করেন। প্রসঙ্গত তিনদিকে বাংলাদেশ এবং একদিকে ধরলা নদী দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সীমান্তবর্তী দরিবস ও জারিধরলা গ্রামে প্রায় তিন হাজার মানুষের বাস। প্রত্যেক বছর ধরলা নদী তার ভাঙ্গন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেও এবারে তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

বউ বাজারে যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় এক অভিযুক্ত কোচবিহারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মোবাইল চুরি কাণ্ডে কলকাতার বউ বাজারে একজনকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্ত ১৪ জনের মধ্যে রয়েছে দিনহাটা মাতালহাটের শংকর বর্মণ। ইতিমধ্যে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ দিনহাটার প্রত্যন্ত মাতালহাটের বড়ভিটা গ্রামে গিয়ে শংকরের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই প্রতিবেশীরা অনেকেই জানালেন ও খুব ভাল ছেলে, বাড়িতে বাবা, মা ছাড়াও দুই ভাই রয়েছে। শংকর দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। শঙ্করের বাবা নৃপেন্দ্র বর্মণ, মা মিনতি বর্মণ, ভাই বিশ্বজিৎ বর্মণ জানান, গত বৃহস্পতিবার ওর এক বন্ধুর টেলিফোন থেকে ফোন করেছিল। তখন শংকর জানায়, তার মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছে, মোবাইল ঠিক হলে আবার কথা বলব। শংকর কোচবিহার কলেজ থেকে পাস করে এমএ পড়তে বছর কয়েক

আগেই কলকাতায় যায় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করে বর্তমানে কলকাতার বউ বাজার এলাকার একটি সরকারি আবাসিক হোস্টেলে থেকে বিভিন্ন চাকরির কোচিং নিচ্ছে সে। প্রতিমাসে কখনও পাঁচ হাজার টাকা কখনও তিন হাজার টাকা করে পাঠাতে হয়। মোবাইল নিয়ে কি একটা গন্ডগোল হয়েছে সেটা ফোন করে শংকর জানিয়েছে। শংকরের ভাই বিশ্বজিৎ বর্মণ আরও জানায় দাদা শংকর কলকাতায় পড়াশোনা করে। হঠাৎ করে মোবাইল চুরি নিয়ে কি ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারছি না। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে দাদা ওর এক বন্ধুর ফোন থেকে ফোন করেছিল। দাদার ওই বন্ধুর নাম সুখেন বর্মণ। সে জানায়, মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছে। একটা সিম নেওয়ার জন্য দোকানে এসেছি। সব ঠিক হয়ে গেলে আবার ফোন করব। তখনই আমরা জানতে পারলাম মোবাইল সংক্রান্ত কোন একটা ঘটনা ঘটেছে।

যাত্রীদের কলকাতা পৌঁছতে অতিরিক্ত পরিষেবা দিল নিগম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আটকে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধারে বাস পরিষেবা দিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। সেই সঙ্গে সোমবার বিকেল থেকে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে শিলিগুড়ি-কলকাতা অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালুর ঘোষণা করেছে নিগম। সে সংক্রান্ত প্রচারও করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১০ টি বাস দুর্ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, “শিলিগুড়ি থেকে প্রতিদিন কলকাতায় নিগমের তিনটি বাস চলাচল করে। এদিন আরও অতিরিক্ত পাঁচটি বাস চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে দুটি বাসের যাত্রী আসন পুরো হয়েছে। বাকি তিনটি বাস তৈরি রাখা হয়েছে।” সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, “ট্রেন দুর্ঘটনায় বহু মানুষ জখম হয়েছেন। ট্রেনের মধ্যে অনেক যাত্রী ছিলেন। তাঁদের যাতে উদ্ধার করে দ্রুত নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সে জন্য ঘটনাস্থলে বাস পাঠানো হয়।”

গুয়াহাটি থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াত করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ওই ট্রেন ভোর সাড়ে ৪ তা নাগাদ নিউ কোচবিহারে পৌঁছায়। তারপর ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড হয়ে এনজেপি পৌঁছায়। সন্ধ্যের মধ্যে ওই ট্রেন হওড়ায় পৌঁছায়। স্বাভাবিক ওই ট্রেন উত্তরবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিনে দিনে কলকাতা যাওয়ার জন্য অনেকেই ওই ট্রেনের উপরে ভরসা করে। সে কারণে ওই ট্রেনে উত্তরবঙ্গের অনেক যাত্রী থাকেন। এদিনও তাই ছিল। নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ট্রেনে বহু মানুষ কলকাতায় ফিরছিলেন। আবার উত্তরবঙ্গ নানা কাজে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। সেই যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় নিগম। নিগম চেয়ারম্যান বলেন, “যে কোনও সমস্যায় নিগম সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। এবারেও রয়েছে। সবদিক ভেবেই নিগমের অতিরিক্ত বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে।”

দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাই কামতেস্বরী সেতুর উপর দুইটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত দুই গাড়ির চালক। শুক্রবার বিকেল আনুমানিক ৩টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ঘটনায় দুই গাড়ির চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। আরো জানা গেছে তাদের দুজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যদিও গাড়ির চালক দুজনের নাম পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা তাদের দ্রুত উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় একটি গাড়ি সিতাই থেকে দিনহাটার দিকে আরেকটি দিনহাটা থেকে সিতাইয়ের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় দুটি গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং দুটি গাড়ির সামনের দিক দুমড়ে মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিতাই থানার পুলিশ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

নিম্নমানের সবজি দিয়ে বিদ্যালয় রান্না বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: নিম্নমানের সবজি দিয়ে বিদ্যালয়ে রান্না বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা। পচা গলা সবজি দিয়ে রান্না করার অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন মালদার চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ঘটনায় এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে। অভিভাবকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা দেখছি বাজারে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে পচা গলা সেই নিম্নমানের সামগ্রী সবজি কিনে নিয়ে আসে। যত ছাত্র-ছাত্রী থাকে তার থেকে কম পরিমাণের খাওয়ার রান্না করা হয়। আর সেই খাওয়ার দেওয়া হয় বাচ্চাদের। সেই খাওয়ার খেয়ে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়বে।

স্থানীয় গ্রামবাসী মনজুর আলম বলেন, বাচ্চাদের যে খাওয়ার দেওয়া হচ্ছে। সেই খাবার আমরা গরু ছাগলদের খাওয়াই। প্রধান শিক্ষক নিজে বাজার করে। আমরা এর আগেও দেখেছি। আবার আজকে দেখতে পেলাম পচা খাবার আবার আজকে দেখতে পেলাম বাজারে অবশিষ্ট অংশ থাকে পচা ডাল, কম পরিমাণের বাজার করে নিয়ে আসা হচ্ছে। এইগুলো খাওয়ার খেয়ে বাচ্চাদের লিভার খারাপ হয়ে যাবে। আমরা এর আগেও এই নিয়ে অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোন কর্ণপাত করেনি প্রধান শিক্ষক।

প্রধান শিক্ষক মুক্তার হোসেন বলেন, যে সবজি নিয়েছিলাম বাজার থেকে সেইগুলো ভালোই ছিল। ব্যাগে হয়তো থাকার পর খারাপ হয়ে গেছে। প্রতিদিনই সঠিক খাবার দেওয়া হয় বাচ্চাদের। আজ যে পচা গলা যে খাওয়ার ছিল তা প্রধান শিক্ষক নিজেই স্বীকার করেন। খরবা সার্কেলের আবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক আব্দুল হানিফ বলেন, আমি ঘটনাটি শুনতে পেলাম। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে তৎপর দিনহাটা পৌরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশেই তৎপর রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভা, সেই মতোই চওড়াহাট মাছ বাজার পরিষ্কার দিনহাটা পৌরসভার। শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ দিনহাটা শহরের ব্যস্ততম চওড়াহাট মাছ বাজার পরিষ্কার করল দিনহাটা পৌরসভা। দিনহাটা পৌরসভার উদ্যোগে দিনহাটা দমকলের একটি ইঞ্জিন এনে চওড়া হাট মাছ বাজারে বিভিন্ন দিকের জমে থাকা নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরি শংকর মাহেশ্বরী, কাউন্সিলর বাবলু সাহা, সমীর সাহা থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া নির্দেশ দেন যে পৌরসভাগুলিকে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে, নাহলে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশেই রাজ্য জুড়ে পৌরসভা গুলির বিভিন্ন কাজে তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সেই ভাবেই দিনহাটা পৌরসভা এলাকার চওড়াহাট মাছ বাজার পরিষ্কার করল দিনহাটা পৌরসভা।

সম্পাদকীয়

কোচবিহারের লজ্জা

অনেক আন্দোলন-দাবির পর একটি বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছিল কোচবিহার। যার নামকরণ কোচবিহারেরই এক মনীষীর নামে রাখা হয়। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। একসময় অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে চলেছে পড়াশুনো। ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রমশ নিজের ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করেছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেড়েছে। নিজস্ব জমিতে প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণিকক্ষ, হস্টেল হয়েছে। এককথায়, পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয় এখন কোচবিহারের আবেগ। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক ঘটনা কোচবিহারের মানুষকে ব্যথিত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, বাইরের মানুষের কাছে কোচবিহার সম্পর্কে একটি খারাপ বার্তাও যাচ্ছে। উপাচার্য-রেজিস্ট্রারের বিরোধের জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এক-দুটি অভিযোগ নয়, অসংখ্য অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে পুলিশকে পৌঁছাতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কার দোষ, কার গুণ সে সবই বিচারের বিষয়। কিন্তু তিলে তিলে গড়ে ওঠা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যখন এমন টানাটানি চলে তা অতীব লজ্জার। এই লজ্জার হাত থেকে মুক্তির প্রয়োজন।

কবিতা

নিজের কাছেই বারবার

....অশোক কুমার ঠাকুর

কত কি যে লিখে রাখি ----- জীবনের খাতায়
কিছু কিছু প্রকাশিত ----- পত্রিকার পাতায়
গ্রন্থিত হয়নি সব ----- প্রকাশিত লেখা
অপ্রকাশ রয়ে গেলো ----- বাকি সব দেখা।
দেখেছি সমাজ কত ----- নিষ্ঠুর হয়
স্বার্থ-লোভ-লালসা ----- সর্বস্বময়
তবুও তো কিছু ফুল ----- ফোটে কিছু বুকে
তাই বুঝি পৃথিবীটা ----- আছে সুখে দুঃখে।
পড়েছি গ্রন্থ অনেক ----- ইতিহাস দর্শন
বিজ্ঞানের জ্ঞানভূমি ----- করেছি কর্ষণ
বুঝেছি তত্ত্ব সবই ----- তথ্য কিছু নয়
ভ্রান্ত প্রয়োগ তবুও ----- সত্য কিছু রয়।
আমি তো আমারই মতো ----- করেছি রচন
মিথ্যাকে মিথ্যা জেনে ----- সত্য বচন
প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ----- বাঁধার মুখে
দাঁড়াতে পারিনি আজও ----- সেইভাবে রুখে।
লিখেছি সত্য অনেক -----পায়নি প্রকাশ
কোথায় প্রকাশক! ----- এক মর্মান্তিক প্রবাস
নিজভূমে ----- আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছে ঘিরে
নিজের রচনা নিজেই ----- দেখি ঘুরে ফিরে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

ইস্তেহার

...অঞ্জনা দে ভৌমিক

রোদের সাথে মাঠ, নদী পেরিয়ে দুপুরের রাজপথ ছুঁয়ে যাওয়া হয় না আগের মত করে। রাতের আকাশ নিদ্রাহীন ঠিকানা ছুঁয়ে সাঁতার কাটে স্বচ্ছ চোখের জলে, সেই চোখ তো দিঘি। দক্ষিণের জানালায় জোছনার শীর্ণ মুখ, ক্লান্ত শরীর, ফেরারী সময়। যেন, কতকালের অভ্যাসের ভুল শত চেষ্টায় আর ফিরবে কি উষ্ণ গোধূলী, নিষ্পাপ রাতে সেই সেতারের ধুন? জানি না, বুঝি না। হয়তো বা হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়াবে নীরবে সন্ধ্যা নদীর তীরে ভুলে যাওয়ার অভ্যাস থেকে! ফেরার তো একটা ঠিকানা থাকে! থাকে, হিসেব নিকেশ, লাভ লোকসান বুঝে নেওয়ার অন্তিম মধ্যরাত। সেই রাত নিবিড় হলে চোখ জুড়ে ঝমঝম বৃষ্টির আলিঙ্গনে কেও কি জেগেছে সারারাত ভোরের ভেজা ঘাস ছোঁয়ার আবদারে? সে তখন প্রবল বেহিসেবি নির্বাক আঁধার, নিভু নিভু প্রেমের প্রদীপ রাত্রি জাগরণ শেষে, এ ভুলের পরাজিত মনে ঝড়ের রাতের আকাশ প্রসারিত নভমূলে উড়ন্ত মেঘের মত। ভুলে যাওয়ার অভ্যাস থেকে কতই না ভাঙন অবিরাম টুপটাপ ঝরে নিঃশব্দে, শিউলি বাতাসে, ধূসর ক্যানভাসে। জীবনের ইস্তেহার জমা রেখে যায় কতকাল ধরে, সে হিসেব রাখে কে? না তুমি, না আমি হয়তো বা আবার হেঁটে যেতে ইচ্ছে হবে ছায়া রাখা পথে কোনো এক নরম বিকেলে হাতে হাত রেখে।

সীমান্ত টপকে ভারতে, ধৃত ১ বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আগাম তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। গত ২৯ জুন শনিবার কোচবিহার শহর এলাকা থেকে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আলি মন্ডল ওরফে শরিফ মন্ডল। ওই ব্যক্তির বয়স ৬৪। তিনি বাংলাদেশের আজিমপুরের নীলখেতের বাসিন্দা। দীর্ঘসময় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে ধৃতকে তুলে দেয় এসটিএফ। খারাপ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ওই ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করেছে কি না সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন এসটিএফ অফিসাররা। ৩০ জুন রবিবার তাকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এই সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে।" সীমান্ত পথে পাচারের অভিযোগ প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। ৩০ জুন সিতাইয়ের সীমান্ত এলাকা থেকে পাচারের পথে ৬০ টি গরু উদ্ধার করে বিএসএফ। বিএসএফ জানায়, ওই এলাকা নদীপথ। সেই সুযোগ নিয়ে কলার ভেলা বানিয়ে গরু গুলিকে তার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়। তার উপরে কিছু জঙ্গল বেঁধে দেওয়া হয়। নদী স্রোতে ভাসতে ভাসতে সেগুলি বাংলাদেশে চলে যায়। বিএসএফের সন্দেহ হওয়ায় সেগুলি আটক করে গরুগুলিকে উদ্ধার করে। কোচবিহারে প্রায় ৫৪৯ কিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশ সীমান্ত। সেই এলাকার অনেকটা অংশ কাঁটাতারবিহীন। কোথাও আবার নদীপথ। সেই পথেই চলে চোরাকারবার। ওই পথ দিয়েই রয়েছে অনুপ্রবেশের অভিযোগ। একসময় অনুপ্রবেশের অভিযোগও উঠত হরদম। কিন্তু কিছুদিন থেকে বিএসএফের কড়াকড়িতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ অনেকটাই কমে এসেছে। এবারে ফের কাঁটাতার টপকে কোচবিহার শহরে এক বাংলাদেশি ঢুকে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে কোন পথে ওই ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শনিবার রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) কোচবিহার শহর থেকে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তার গতিবিধিও ছিল সন্দেহজনক। কিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করল ওই ব্যক্তি তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। কোন পথে, কার সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ওই ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করেছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তদন্তকারী এক পুলিশ অফিসার বলেন, "তিনদিনের পুলিশ হেফাজত নেওয়া হয়েছে। তিনি কি কারণে কোন পথে ভারতের প্রবেশ করেছেন তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার সঙ্গে আরও কেউ এসেছে কি না সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতে প্রবেশ করে তিনি কোথায় উঠেছিলেন? ক'দিন ধরে তিনি এখানে রয়েছেন? কোথায় কোথায় তিনি থেকেছেন? কার কার সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে সেই সব বিষয়েও জানতে চেষ্টা করবেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিরা।

তৃণমূল-বিজেপি বচসা, অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের যজ্ঞ নারায়ণের কুঠিতে। ৩০ জুন রবিবার সকাল ১০ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বিজেপির অভিযোগ, সশস্ত্র অবস্থায় তৃণমূল কর্মীরা বিজেপির উপরে হামলা চালায়। তাতে ৩ জন বিজেপি কর্মী জখম হয়। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ঘটনার প্রতিবাদে ওইদিনই বেলা ১২ টা নাগাদ কোচবিহারের পুন্ডিবাড়িতে অবরোধে সামিল হন বিজেপি কর্মীরা। থানার সামনে বিক্ষোভও হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভা। সুকুমার অভিযোগ করেন, বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যকে হেনস্থা করেছে পুলিশ। তার প্রতিবাদে ওইদিন সকালে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সকাল-সকাল সেখানে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী জড়ো হন। সেই সময় আচমকা তৃণমূল হামলা চালায়। তাতে বিজেপির ৩ জন জখম হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। তৃণমূল অবশ্য পাল্টা দাবি করেছে, বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে। সুকুমার বলেন, "তৃণমূল মিথ্যে কথা বলছে। নিজেদের পার্টি অফিস নিজেরা ভেঙে বিজেপির উপর দোষ দিচ্ছে। আসলে নিজেরা যে দোষ করেছে তা ঢাকতে চাইছে।" তৃণমূলের প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "ভোটে হেরে বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। মানুষই এর জবাব দেবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছে বিজেপি।"

পূর্ব ঘোষিত এসএফআইয়ের ডাকা ছাত্র ধর্মঘট ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বুধবার পূর্ব ঘোষিত এসএফআইয়ের ডাকা ছাত্র ধর্মঘট ঘিরে উত্তেজনা কোচবিহারে Jenkins স্কুলে। এদিন এসএফআই এর সদস্যরা Jenkins স্কুলে আসা ছাত্রদের ধর্মঘটের বিষয়ে অবগত করছিলেন। সেই সময় তাদের অভিযোগ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একদল সদস্য সেখানে এসে এসএফআইয়ের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় একজন এসএফআই কর্মী আহত হয় বলে জানান এসএফআইয়ের সদস্যরা। বর্তমানে ওই এসএফআই কর্মী কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোচবিহার কোতোয়ালী থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ আসলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অপরদিকে রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সায়নদীপ গোস্বামী গোটা বিষয়টিকে অস্বীকার করেন।

কোচবিহারে বিজেপিতে ভাঙ্গন অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সোমবার দুপুরে কোচবিহার স্টেশন মোড় সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে এসে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষণ সরকার কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের খোলটা মরিচ বাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষণ সরকারের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এইদিন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি জানান, এরা বুঝে গেছে বিজেপিতে থেকে সাধারণ মানুষের জন্য তারা কিছু করতে পারবেন না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্ত করার জন্য তারা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্প যেন তারা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারেন সে কারণেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আসছেন।

ভেষজ উদ্যান পরিদর্শন করলেন ছাত্র-ছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভেষজ উদ্যান পরিদর্শন করলেন কোচবিহার কলেজের শতাধিক পড়ুয়া। ২৭ জুন কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগে তৈরি করা ওই বাগান পরিদর্শন করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। আয়ুষ বিভাগের তরফে জানানো হয়, সার্কিট হাউসের পাশে আয়ুষ অফিস সংলগ্ন জায়গায় ওই ভেষজ উদ্যানটি তৈরি হয়েছে চার মাস আগে। বাগানে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চাশটি প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজের ওই ছাত্র-ছাত্রীরা 'ভেষজ ভিত্তিক সুস্বাস্থ্য ও শিল্পোদ্যোগ' বিষয়ের উপর ১২০ ঘন্টার একটি ইন্টার্নশিপ কোর্সে পড়ছে। তারই ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ওই ভেষজ বাগান পরিদর্শন করা হয়। কলেজের উদ্যোগে ও আয়ুষ বিভাগের সহযোগিতায় বাগান পরিদর্শনের পর ভেষজ গাছের উপর একটি কর্মশালার আয়োজনও করা হয়েছে অফিসের সেমিনার হলে। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের উপ মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক (১) সচিন্দ নাথ সরকার , জেলা আয়ুষ আধিকারিক অঞ্জন কুমার দাস। সিনিয়র আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল অফিসার বাসব কান্তি দিন্দা বাগানের কুলেখাড়া, থানকুনি, শুষনি, ব্রাহ্মী প্রভৃতি সাধারণ ভেষজ এবং সর্পগন্ধা, রুদ্রাক্ষ, একাঙ্গীর মত বিপন্ন প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ গুলোর সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

দিনের বেলা বাস ডাকাতি, চলল গুলিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙা: দিনের বেলা বাস ডাকাতির অভিযোগ উঠল কোচবিহারে। ১ জুলাই সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙা ২ নম্বর ব্লকের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘোকসাডাঙা বটতলায়। বাস থামাতে ভয় দেখানোর জন্য দুষ্কৃতীরা এক রাউন্ড গুলি চালায় বলেও অভিযোগ। ওই ঘটনায় ২ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাসের সহকারি চালককে দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে বলে অভিযোগ। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বাস থেকে নির্দিষ্ট তিনটি বাস নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ওই ব্যাগের মধ্যে পার্সেল ছিল। কি ছিল তাতে তা নিয়েই এখন রহস্য দানা বেঁধেছে। ঘটনার সাত ঘন্টার মাথায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কোচবিহার শহর সংলগ্ন টাকাগাছ থেকে একটি বোলেরো গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। ওই গাড়িতে করেই দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে বলে অভিযোগ। ২ জুলাই মঙ্গলবার ওই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ একজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। দ্রুত সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়ার রানাঘাট থেকে যাত্রী বোঝাই একটি বাস কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। ছয় থেকে সাত জনের একটি দুষ্কৃতীর দল যাত্রী সেজে বাসের মধ্যেই ছিল। ঘোকসাডাঙা পার হতেই আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারাল অস্ত্র দেখিয়ে তিনটি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তার মধ্যে একটি ব্যাগে পার্সেল ছিল। সেই পার্সেলে কি ছিল তা নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, ওই ব্যাগে এমন কিছু ছিল যা নিতেই দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনা করে হামলা চালিয়েছে। কারণ ওই বাসের অন্য কোনও যাত্রীর কাছ থেকে কিছু নেয়নি দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর একটি বোলেরো গাড়ি চেপে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী দলটি। ওই বোলেরো গাড়ি দুটি সিসিটিভির ফুটেজ পুলিশের হাতে পৌঁছেছে। তা থেকে গাড়ির নম্বর চিহ্নিত করেছে পুলিশ। পুলিশ তদন্তে আরও জানতে পেরেছে, ওই বাসের মালিক কোচবিহারের বাসিন্দা। কোচবিহার থেকে রানাঘাট ওই বেসরকারি বাস নিয়মিত চলাচল করে। সন্দেহ করা হচ্ছে, শিলিগুড়ির পর থেকেই ওই বাসটির পিছু নেয় দুষ্কৃতীরা। ধূপগুড়ি এলাকার একটি সিসিটিভির ফুটেজে সকালে ওই বোলেরো গাড়িটি দেখা গিয়েছে। সেই গাড়ি থেকেই কয়েকজন দুষ্কৃতী একাধিক স্টপেজে নেমে যাত্রী সেজে ওই বাসে উঠে পড়ে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বাস কর্মী ও যাত্রীদের কয়েকজন জানান, ঘোকসাডাঙা হাইরোড চৌপথি পার হতেই দুষ্কৃতীরা বাস চালক শীতল গোপের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে বাস থামাতে বলে। চালক বাস থামাতে না চাইলে দুষ্কৃতীরা এক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। এক দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাসের অপর এক চালক অসিত পালককে আঘাত করে। চালক বাধ্য হয়ে বাস থামিয়ে দেয়। সেই সময় ওই বোলেরো গাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়। ওই বোলেরো গাড়ি থেকেও কয়েকজন দুষ্কৃতী নেমে বাসে ঢুকে যায়। প্রত্যেকের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। চালকের কেবিন থেকে দুষ্কৃতীরা তিনটি ব্যাগ নিয়ে ওই বোলেরো গাড়ি চেপে চম্পট দেয়। জখমদের কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাস চালক শীতল গোপ বলেন, "এমন হবে ভাবতে পারিনি। দিনের বেলা কয়েকজন দুষ্কৃতী গাড়িতে উঠে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে সবাইকে ভয় দেখায়। পরে গাড়ি থেকে তিনটি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়।" কী ছিল ওই পার্সেলে? তা নিয়ে কন্ডাক্টর জানিয়েছেন, ব্যাগে পার্সেল ছিল। সেখানে কিছু কাগজপত্র ছিল। বাসের যাত্রী সফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমি মালদা থেকে ওই বাসে উঠেছি। এমন ঘটনা কখনও দেখিনি। ওদের মুখ ঢাকা ছিল। হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। আচমকা এমন ঘটনায় আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছি।"

ঘটনার তদন্তে সেখানে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, সাদা রঙের একটি বোলেরো চেপে দুষ্কৃতীরা হামলা করে। সেই গাড়ির ছবি ধূপগুড়ি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পুলিশ পেয়েছে। পরে গাড়িটি ফিরে যাওয়ার সময়েরও একটি ফুটেজ পুলিশ পেয়েছে। ওই গাড়িটি সতীশেরহাট হয়ে মোয়ামারির ভেতরের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায় পুলিশ জানতে পেরেছে। পরে সেটিকে টাকাগাছে পাওয়া যায়। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, ওই বাসে এক ব্যবসায়ীর রুপো নিয়ে আসা হত। তবে শুধু রুপোর জন্য এমন হামলা বলে মনে করছে না পুলিশ। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, "রাত বড় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস চলাচল করে। এই ঘটনায় যাত্রীরা কিছুটা হলেও শঙ্কিত। নিগমের বেশ কিছু রকেট সার্ভিস রয়েছে। সেগুলির দিকে নজর রাখতে পুলিশের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে।"

বিএসএফের তৎপরতায় পাচারের আগেই গরু সহ ধরা পড়লো ৪ পাচারকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: পশ্চিম চামটায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচারের আগেই উদ্ধার ১২টি গরু, বিএসএফের হাতে আটক ৪ পাচারকারী। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ বিএসএফের গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই খবর জানানো হয়। বিএসএফের তরফে জানা গিয়েছে বুধবার মধ্য রাতে গোপন সূত্রে তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত প্রহরায় অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি সতর্ক ছিল। জানা গিয়েছে গতকাল বুধবার মধ্য রাতে পশ্চিম চামটা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে ১৫-২০ জনের এক পাচারকারী দল একটি ছোট চার চাকার গাড়ি ভর্তি গরু নিয়ে জড়ো হয়। সেই মুহূর্তে বিএসএফ জওয়ানরা অভিযান চালালে পাচারকারী দলটির এক সদস্য তাদের কাছে থাকা দেশীয় পিস্তল থেকে এক রাউন্ড গুলি করে বলেও জানায় বিএসএফ। তথাপিও বিএসএফ জওয়ানরা নিজেদের জীবনকে পরোয়া না করে পাচারকারী দলের পিছনে প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত ধাওয়া করলে পাচারকারী দলের বেশিরভাগ সদস্য একটি গ্রামে পালিয়ে গেলেও অবশেষে বিএসএফ জওয়ানরা চার ভারতীয় পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি একটি ছোট চার চাকার গাড়ি ভর্তি ১২ টি গরু উদ্ধার করে যার মধ্যে ২ টি গরু মৃত বলে বিএসএফের তরফে জানানো হয়। বিএসএফের হাতে আটক চার ভারতীয় পাচারকারী সিতাই এলাকার বাসিন্দা, তাদের কাছে তিনটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও ভারতীয় মুদ্রায় ৯০০ টাকা উদ্ধার করে বিএসএফ। এসব ঘটনায় স্থানীয় চোরাকারবারি ও মাদক ব্যবসায়ীদের জড়িত থাকার কথা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে বিএসএফ। সেই কারণে বিএসএফ দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে চলেছে।

ডেঙ্গি নিয়ে সতর্কতা মুখ্যমন্ত্রীর, পরিছন্নতায় জোর কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কিছুদিন আগে নবান্নের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডেঙ্গি নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর থেকেই পরিছন্নতায় জোর দেওয়া হয়েছে কোচবিহারে। নিকাশি নালা থেকে হাসপাতাল সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিচ্ছন্নতায় জোর দেওয়া হয়েছে। বর্ষায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে সর্বত্র। কোচবিহারেও ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা হাফ সেঞ্চুরি পার করেছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ জুলাই পর্যন্ত কোচবিহারে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯ জন। তার মধ্যে ৪৪ জন জুন মাসেই আক্রান্ত হয়েছেন। মে মাসের ২৩ জন, এপ্রিলে ১১ জন, মার্চে ৪ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৪ জন, জানুয়ারিতে ৫ জন আক্রান্ত হন। ওই সংখ্যা যে আরও বাড়বে তা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বর্ষার পুরো সময়েই আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ার আশঙ্কা থাকে। যদিও কোচবিহার এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ রাখতে অনেকটাই সমর্থ হয়েছে। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, "ডেঙ্গি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা সতর্ক রয়েছি। সচেতনতা প্রচারও চলছে জোরকদমে।" কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে পুরসভার তরফ একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিকাশি পরিষ্কারের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।"

ফি বছর বর্ষার সময় ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ে কোচবিহারে। এবারেও বর্ষা শুরু হতেই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। ডেঙ্গি একসময় শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে তা গ্রামেও ছড়াতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শহরের জীবনযাত্রার ছাপ পড়েছে গ্রামেও। তাতেই গ্রামের মানুষরা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা জানান, ডেঙ্গি বাহক এডিশ মশা পরিষ্কার ও মিষ্টি জলে ডিম দেয়। সেখান থেকেই তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। আর এই পরিষ্কার জল মূলত জমে টায়ার, টিউব, ফুলের টব, নারকেলের খোসায়। এসি মেশিনের জলেও ডিম দেয় এডিশ। ওই মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে তাই প্রথমেই পরিষ্কার জমা জলের উপরে নজরদারি শুরু করা হয়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গির প্রকোপ চলবে। সেক্ষেত্রে কোথাও যাতে নতুন করে জল না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "ডেঙ্গি সতর্কতায় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কারের জন্য বিশেষ অভিযান করা হয়।

ওয়েব সিরিজ কোচবিহারেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক অভ্রনীল নাগের ওয়েব সিরিজ 'আদ্যন্ত' এর প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হল। ২৩ জুন কোচবিহার শহরের একটি হোটেলে ওই ওয়েব সিরিজের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য প্রিমিয়ার শো'য়ের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি সদর চন্দন দাস, কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল সহ শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা। কোনও ওয়েব সিরিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে মানুষের এত উন্মাদনা এ শহর এর আগে দেখেনি। ছবির উদ্বোধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভ্রনীলের কাজের প্রশংসা করেন পুলিশ সুপার। অভ্রনীল ও তার বক্তব্যে বলেন, "আমি এসপি স্যারের লেখা বই পড়েছি, তাঁর তৈরি ছবি দেখেছি। অনেক কিছু শেখার আছে স্যারের কাছে।" অভ্রনীল কোচবিহারের তরুণ হলেও মুম্বইয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এক বছর ধরে মুম্বই, দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের কোচবিহারে বিভিন্ন জায়গায় ওয়েব সিরিজের শুটিং চলে। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অভ্রনীলকে কলকাতা থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেত্রী দেবীকা মুখোপাধ্যায়, মুম্বইয়ের বিশিষ্ট সুরকার অশোক ভদ্র।

বর্ষায় বেহাল রাস্তা, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বর্ষা নামতেই পাল্টাচ্ছে রাস্তার চিত্র। পাকা সড়কে পিচ উঠে গিয়েছে বহু জায়গায়। কোথাও তৈরি হয়েছে গর্ত। কাঁচা রাস্তাতো চলাচলের অযোগ্য উঠেছে। বহু গ্রামে কর্দমাক্ত পথে যাতায়াত করছেন সাধারণ বাসিন্দারা। যার জন্য চরম বিপাকে পড়তে হয়েছে বাসিন্দাদের। এই অবস্থায় রাস্তার হাল কবে ফিরবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "ইতিমধ্যেই সব জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে। পুজোর আগে সমস্ত রাস্তা সংস্কার হয়ে যাবে।" কোচবিহার জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "পুরনো রাস্তা সংস্কার ও নতুন রাস্তার কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ হবে। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।"

ফি বছর বর্ষার সময় রাস্তা খারাপ হয়। এবারেও গত প্রায় এক মাস ধরে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে থাকে। মৌসুমী উত্তরবঙ্গ ঢুকতেই গত দশদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয় কোচবিহারে। আর তাতেই রাস্তার হাল বেহাল হয়ে পড়ে। কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কের নিউটাউন থেকে ঘুঘুমারি পর্যন্ত একাধিক জায়গায় রাস্তা খারাপ হয়েছে। সব থেকে খারাপ অবস্থা তোর্সা সেতুর। বহু জায়গায় ছোট ছোট গর্ত তৈরি হয়েছে। অল্পবৃষ্টিতে সেতুর উপরে জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কোচবিহার শহরের ভেতরের একাধিক রাস্তা খারাপ হয়ে পড়েছে।

ডাঃ রোহিনী পাটিলের কথায় লেট নাইট ক্রেভিং মেটাবে ছটি হেলদি বিকল্প

কলকাতা: গভীর রাতে স্ন্যাকিং বেশ মজাদার বিষয়, তবে ওজন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা এড়াতে স্বাস্থ্যকর বিকল্প বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ রোহিনী পাটিল, পুষ্টিবিদ, ছয়টি স্বাস্থ্যকর খাবারের পরামর্শ দিয়েছেন যা আপনার ক্রেভিং মেটায় এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে। বাদাম একটি দুর্দান্ত পছন্দ, হতে পারে যা ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং তৃপ্তিদায়ক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ যা আপনাকে পরিপূর্ণ রাখবে। গ্রীক ইয়োগার্ট আরেকটি চমৎকার বিকল্প, এতে হাই প্রোটিন থাকে যা বেশ ফিলিং। এবং এতে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড ভাল ঘুমে সাহায্য করে। এটি আপনি আমন্ড বা তাজা ফলের সঙ্গে খেতে পারেন। চেরি টমেটোতে ক্যালোরি কম এবং ফাইবার বেশি, যা এটিকে একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে। কটেজ চিজ প্রোটিনযুক্ত এবং পেশী মেরামত সমর্থন করে। এতে থাকা ক্যাসিন প্রোটিনধীরে ধীরে ডাইজেস্ট হয়, যা আপনার পেট ভরিয়ে রাখে। এছাড়া কিউই খেতে পারেন। এতে থাকা সেরোটনিন ঘুমের ধরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। হার্ড বয়েলড ডিম একটি সুবিধাজনক এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার। ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে খাবার খাবেন খাবেন এবং অতিরিক্ত ভোগান্তি এড়াতে কতটুকু খাবেন তা নিয়ন্ত্রণ করা প্র্যাকটিস করুন। এই স্ন্যাকসগুলি শুধুমাত্র আপনার আকাঙ্ক্ষাই মেটায় না বরং সামগ্রিক সুস্থতা এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে।

কৃতজ্ঞতা এবং কৃতিত্বের সাথে ১০০ বছর উদযাপন হালদার গ্রুপের

শিলিগুড়ি/কুচবিহার: পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে প্রতিষ্ঠিত ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় চাল এবং তেল উত্পাদনকারী সংস্থা হালদার গ্রুপ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পদচিহ্ন প্রসারিত করে শতবর্ষ উদযাপন করেছে। বিশ্বব্যাপী রন্ধন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বাড়ানো এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করে তার শতবর্ষ উদযাপন করছে। এই উচ্চ প্রশংসিত ব্র্যান্ডটি ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অগ্রগামী সাফল্য অর্জন করে ভারতে এবং এর বাইরে চাল শিল্পকে প্রভাবিত করে কয়েক দশক ধরে একটি বৈশ্বিক পাওয়ার হাউসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হালদার গ্রুপ হল পূর্ব ভারত থেকে মতি, ভোজ এবং দিভা ব্র্যান্ডের সাথে পার্বোল্ড চালের একটি নেতৃস্থানীয় রপ্তানিকারক। কোম্পানি তার অগ্রগতির চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চাল এবং তেল খাতে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ ঘটাতে প্রস্তুত। বর্তমানে এটি ঘানা, বেনিন, ক্যামেরুন এবং টোগো সহ চারটি নতুন দেশে বিস্তৃত হয়েছে যা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এছাড়াও, কোম্পানি ওডানা এবং ওমানা ব্র্যান্ডের সাথে প্রিমিয়াম ভোজ্য তেলের নির্মাতা এবং তাদের বাজার ভারতের পূর্বাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে।

সাফল্য অর্জের বিষয়ে বিষয়ে মন্তব্য করে হালদার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও কেশব কুমার হালদার বলেছেন, "হালদার গ্রুপের জন্য এই বছরটি প্রকৃতপক্ষেই ব্যতিক্রমী। আমরা পরবর্তী ১০০ বছরের জন্য সাফল্যতার সাথে এক শতক এবং একটি সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি উদযাপন করেছি। আমাদের সামগ্রীর গুণগত মান এবং শৃঙ্খলা এই আমাদেরকে অনন্য সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করেছে।"

নতুন কর্মসূচিকে পুঁজি করতে ২০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে ডিএনইজি গ্রুপ

কলকাতা: ২৫ বছরের ট্র্যাক রেকর্ড সহ লন্ডন সদর দফতরের ভিজ্যুয়াল বিনোদন প্রযুক্তি এবং পরিষেবার বিশ্বব্যাপী নেতা ডিএনইজি গ্রুপ, ইউনাইটেড আল সাকের গ্রুপ ("UASG")-এ মোট ২০০ মিলিয়ন বিনিয়োগ করার ঘোষণা করেছে, যার এন্টারপ্রাইজ মূল্যায়ন ২ বিলিয়নেরও বেশি। DNEG গ্রুপ এই বিনিয়োগের সাথে উদ্ভাবন এবং বৈচিত্র্যের কৌশলকে ত্বরান্বিত করবে যাতে একটি বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অ্যাসেক্টর-এগনোস্টিক কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং এআই-চালিত প্রযুক্তি অংশীদারে পরিণত হতে পারে। এই গ্রুপ সম্পূর্ণরূপে তার প্রযুক্তি বিভাগ, ব্রাহ্মাকে সক্রিয় করবে যেটি শিল্পের সবচেয়ে ব্যাপক এআই-চালিত, ফটো-রিয়েল সিজিআই স্রষ্টা, জিভাও যুক্ত রয়েছে। দ্য গারফিল্ড মুভির সাম্প্রতিক সহ-প্রযোজনার সফলতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (IP) এবং বিষয়বস্তু তৈরির পাশপাশি প্রাইম ফোকাস স্টুডিও, তার বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করতে এবং উচ্চ-মানের সামগ্রী তৈরি করতে সক্ষম হবে। প্রাইম ফোকাস স্টুডিও সহ এটি বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল ফিচার ফিল্ম ডুন, ওপেনহাইমার, ইন্টারস্টেলার, টেনেট এবং ব্লেড রানার সহ-প্রযোজনা করছে। উপরন্তু, একটি বিশ্বমানের ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই ডিএনইজি গ্রুপ আবু ধাবিতে একটি নতুন অফিস এবং ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্স হাব খুলবে।

ডিএনইজি চেয়ারম্যান এবং সিইও নমিত মালহোত্রা তার বর্তমান ভূমিকায় থাকবেন, তিনি ইউএএসজি থেকে নাবিল কোবেইসি এবং এডোয়ার্ড জার্ড তার পরিচালনা পর্ষদে যোগ দেবেন। NaMa ক্যাপিটালের একজন নেতৃস্থানীয় বিনিয়োগকারী প্রভু নরসিমহন, ব্রহ্মার নির্বাহী চেয়ারম্যানও হবেন, এর প্রবর্তন এবং সম্প্রসারণের তত্ত্বাবধানে অনুপস্থিতির ছুটি নেবেন।

বিনিয়গের বিষয়ে আবুধাবি ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান আহমেদ জসিম আল জাবি বলেছেন, "এই অংশীদারিত্বটি শুধুমাত্র মিডিয়া এবং বিনোদন খাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে না, বরং আবু ধাবিতে একটি নতুন ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্স হাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা আমাদের ইকোসিস্টেমকে উন্নত করবে। এই যুগান্তকারী বিনিয়োগটি একটি দূরদর্শী উদ্যোগের পরিচয়, যা প্রযুক্তিকে একত্রিত করে ডিএনইজি গ্রুপের প্রধান গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

U.S. Polo Assn 'সিটি অফ জয়'-এ তার ব্র্যান্ডের পদচিহ্নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে

কলকাতা: U.S. Polo Assn, বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ইউনাইটেড স্টেটস পোলো অ্যাসোসিয়েশনের (ইউএসপিএ) ভারতের নেতৃস্থানীয় ক্যাজুয়াল পোশাকের ব্র্যান্ড, সাউথ সিটি মলে তাদের মেনস এবং কিডস স্টোরের উদ্বোধন করেছে। পোলো শার্ট, শার্ট, ডেনিম, টি-শার্ট, ট্রাউজার্স, ফুটওয়্যার এবং ইননারওয়্যার থেকে শুরু করে পুরুষদের পোশাকের স্টোরটি ১৩০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত। বাচ্চাদের স্টোরটি ৬৪০ বর্গফুট জুড়ে রয়েছে, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ কালেকশন প্রদর্শন করে।

বর্তমানে, ইউএসপিএ-এর ভারতের ২০০টি শহরে ৪০০টিরও বেশি ব্র্যান্ড স্টোর এবং ২০০০টিরও বেশি শপ-ইন-শপ রয়েছে। অমিতাভ সুরি, U.S.

Polo Assn-এর সিইওজানিয়েছেন "আমাদের নতুন উন্নত রিটেইল পরিচয় এই লিগ্যাসি ব্র্যান্ডের একটি আকর্ষক আখ্যান উপস্থাপন করে এবং আমাদের কলকাতার গ্রাহকদের জন্য স্টোরের কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে দ্বিগুণ করে। US Polo Assn-এর টাইমলেস এলিগেন্স এবং চেতনাকে মূর্ত করে এই স্টোরটি উন্মোচন করতে আমরা আনন্দিত। আমাদের নতুন স্টোরে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য উন্মুখ!" www.uspoloassn.in-এ কেনাকাটা করার জন্য গ্রাহকদেরও স্বাগতম।

আমেজিং মনসুন কলেকশনের সাথে হাজির হয়েছে অ্যামাজনের সুপার ভ্যালু ডেজ

কলকাতা: বাইরের বৃষ্টি উপভোগ করতে করতে ঘরে বসে টি-টাইম ট্রিটের সাথে উপভোগ করুন অ্যামাজন ফ্রেশের সুপার ভ্যালু ডে, যা ১লা জুলাই থেকে শুরু করে ৭ই জুলাই পর্যন্ত চলবে। এখানে ৪৫% পর্যন্ত ছাড়ের সাথে তাজা ফল এবং সবজি থেকে শুরু করে স্ন্যাকস, পানীয়, সৌন্দর্য সামগ্রী এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস সহ সবকিছুই উপলব্ধ। স্ন্যাকিংয়ের বিভাগে রয়েছে পারলে হাইড অ্যান্ড সিক চকলেট চিপ কুকিজ, পার্লে মোনাকো চিজলিংস, কোকা-কোলা, এবং প্যাক লাঞ্চের জন্য তাজা ফল ও সবজি। সুবিশাল বিকল্পের সহ গ্রাহকরা তাদের পছন্দের ডেলিভারি স্লট বেছে নেওয়ার সাথে বেদকা, ফরচুন, আশির্বাদ এবং দাওয়াতের মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলিতে সেরা সঞ্চয় করতে পারবেন, যাতে এই বর্ষার মরসুমেও তারা অসাধারণ অভিজ্ঞতা নিতে পারেন। প্রাইম রিপিট গ্রাহকরা ফলমূল ও শাকসবজির কেনা-কাটায় ২০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক সহ ফ্ল্যাট ৫০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক উপভোগ করতে পারেন এবং নতুন গ্রাহকরা তাদের প্রথম চারটি অ্যামাজন ফ্রেশ অর্ডারে ৪০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাবেন।

শুধু তাই নয়, অ্যামাজন ফ্রেশে বিশেষভাবে তৈরি করা চকলেট ডে স্টোরের সাথে উদযাপন করুন বিশ্ব চকোলেট দিবস। বিলাসবহুল গাঢ় জাত থেকে মসৃণ দুধের চকোলেট পর্যন্ত, কিউরেটেড নির্বাচন প্রতিটি চকলেট তার গুণমানের জন্য একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের ফলাফল সম্পর্কে ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট অমিত মোহনের স্টেটমেন্ট

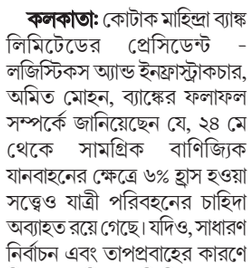

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট - লজিস্টিকস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অমিত মোহন, ব্যাঙ্কের ফলাফল সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, ২৪ মে থেকে সামগ্রিক বাণিজ্যিক যানবাহনের ক্ষেত্রে ৬% হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও যাত্রী পরিবহনের চাহিদা অব্যাহত রয়ে গেছে। যদিও, সাধারণ নির্বাচন এবং তাপপ্রবাহের কারণে শিল্পের প্রবৃদ্ধি মাঝারি ছিল। ২০২৪ সালের জুন মাসে এলসিভি সেগমেন্ট ভাল বৃদ্ধি হয়েছে, যখন সিভি এবং এসসিভি ফ্ল্যাট ছিল। যদিও পণ্য বিভাগে হ্রাস-বৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যাত্রী বিভাগে গতি অব্যাহত রয়েছে এবং ২০২৩-এর জুন মাসের তুলনায় এটি ৫৫ % বৃদ্ধি পেয়েছে।তবে, যা সেগমেন্টের জন্য একটি ভাল চাহিদা নির্দেশ দেয়।

অভিনব কালেকশনের সাথে লঞ্চ হল সোচের নতুন স্টোর

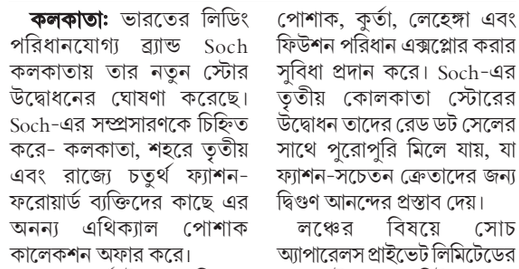

কলকাতা: ভারতের লিডিং পরিধানযোগ্য ব্র্যান্ড Soch কলকাতায় তার নতুন স্টোর উদ্বোধনের ঘোষণা করেছে। Soch-এর সম্প্রসারণকে চিহ্নিত করে- কলকাতা, শহরে তৃতীয় এবং রাজ্যে চতুর্থ ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড ব্যক্তিদের কাছে এর অনন্য এথিক্যাল পোশাক কালেকশন অফার করে।

১১০৫ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত, সিটি সেন্টার মল, নিউ টাউন-কলকাতার নতুন স্টোরটি একটি আকর্ষণীয় কেনাকাটার অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেয়। এথিক্যাল পোশাকের গুণমান এবং স্টাইলের প্রতি সোচের অটল উত্সর্গ প্রতিফলিত করে, নতুন রিটেইল স্থান গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরণের শাড়ি, চুড়িদার সেট, পোশাক, কুর্তা, লেহেঙ্গা এবং ফিউশন পরিধান এক্সপ্লোর করার সুবিধা প্রদান করে। Soch-এর তৃতীয় কোলকাতা স্টোরের উদ্বোধন তাদের রেড ডট সেলের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়, যা ফ্যাশন-সচেতন ক্রেতাদের জন্য দ্বিগুণ আনন্দের প্রস্তাব দেয়।

লঞ্চের বিষয়ে সোচ অ্যাপারেলস প্রাইভেট লিমিটেডের কো-ফাউন্ডার এবং সিইও Vinay Chitalnai বলেছেন, "সোচ কলকাতার মহিলাদের কাছ থেকে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছে। দক্ষিণে আমাদের সাফল্যের পরে, আমরা ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে বাংলায় দেখতে পাই, আমাদের অফারগুলির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি গ্রাহক বেস রয়েছে।"

১.৭+ বিলিয়ন স্ট্রিম অতিক্রম করেছে উইঙ্ক মিউজিক

শিলিগুড়ি: ভারতের শীর্ষ সঙ্গীত স্ট্রিমিং অ্যাপ উইঙ্ক মিউজিক, তার স্টুডিওর স্বতন্ত্র শিল্পীদের গানের স্ট্রিমিংয়ের জন্য একটি অসাধারণ ফলক অর্জন করেছে, বর্তমানে যা ১.৭+ বিলিয়ন স্ট্রিমে পৌঁছেছে। অ্যাপটি চালু হওয়ার মাত্র ২ বছরের মধ্যে স্ট্রিমিং প্লাটফর্মটি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। উইঙ্ক, প্রতিভাবান স্বতন্ত্র শিল্পীদের এবং আসন্ন শিল্পীদের সমর্থন করার জন্য তার প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারস্কোর করে। এটি ভারতের অনন্য শিল্পীদের সঙ্গীত প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের একটি সফল ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করে এবং সঙ্গীত প্রতিভাকে চিহ্নিত করে তাদের ব্যক্তিগত মেন্টরশিপ, বিতরণ এবং মনেটাইজেশান সুযোগের পাশাপাশি অন্যান্য লেবেলের সাথে সহযোগিতা প্রদান করে। যার ফলে প্ল্যাটফর্মে স্বাধীন শিল্পীদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উইঙ্ক, তার শ্রোতাদেরকে শিল্পীদের গান, ক্রমবর্ধমান আবিষ্কার এবং স্ট্রীম সমন্বিত প্লেলিস্ট তৈরি করে দেয়। এখন পর্যন্ত, প্ল্যাটফর্মটি ২০০০+ শিল্পীকে একটি সৃজনশীল আউটলেট দিয়ে সাহায্য করেছে এবং তাদের জন্য নগদীকরণ এবং আবিষ্কারের সমস্যাগুলির সমাধান করেছে।

ভারতী এয়ারটেলের চিফ মার্কেটিং অফিসার অমিত ত্রিপথাই এই বিষয়ে জানিয়েছেন, "উইঙ্ক স্টুডিও আসন্ন শিল্পীদের সঙ্গীত মনেটাইজ এবং একটি সারগ্রাহী সঙ্গীত লাইব্রেরি প্রদানের জন্য লঞ্চ করা হয়েছিল, যা বর্তমানে ১.৭ বিলিয়ন স্ট্রিমিং অতিক্রম করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্ল্যাটফর্মটি দেশ জুড়ে শিল্পীদের স্বাক্ষর করেছে এবং ভাষা বৈচিত্র্যকে চ্যাম্পিয়ন করে তুলতে সক্ষম করেছে। উইঙ্ক-এর লক্ষ্য আরও বেশি শিল্পীকে সফল সঙ্গীত ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্য সক্ষম করা, যাতে তারা একটি সফল শিল্পী সমৃদ্ধ কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারে।"

উইঙ্ক স্টুডিও উদীয়মান শিল্পী, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এবং স্বতন্ত্র প্রযোজকদের সাথেও সঙ্গীত প্রকাশের জন্য সহযোগিতা করেছে, যার মধ্যে আছে প্রতীক গান্ধী, রাজ বর্মণ, হর্ষ প্রবীণ এবং রীনা গিলবার্টের মতো শিল্পীরা। এমনকি, উইঙ্ক স্বতন্ত্র একক বিতরণ এবং চলচ্চিত্র প্রচারকেও সমর্থন করেছে।

বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী

কলকাতা: শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী, মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (আই/সি), দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক (এমএসডিই), ভারত সরকারের, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পরিদর্শন করেছেন। (NIESBUD) ক্যাম্পাসে একাধিক কর্মসূচির অধীনে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

তিনি একটি অনন্য প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এনআইইএসবিইউডি-এর অধীনে সফলভাবে ইডিপি প্রশিক্ষণ নেওয়া জেলবন্দি এবং অন্যান্য সফল উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য প্রদর্শিত হয়। জেলবন্দিদের তৈরি এই পণ্যগুলি লখনউ এবং বারাণসী জেলের ইনস্টিটিউট দ্বারা আয়োজিত ইএসডিপি প্রোগ্রামের সময় প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনী বন্দিদের উপর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের রূপান্তরমূলক প্রভাব প্রদর্শন করে, যা বিভিন্ন সেক্টরের জন্য এনআইইএসবিইউডি-এর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডিরেক্টরেট জেনারেল রিসেটেলমেন্ট (ডিজিআর) এর অধীনে এনআইইএসবিইউডি-তে বর্তমানে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে থাকা প্রাক্তন সেনাদের সঙ্গে দেখা করার সম্মানও মন্ত্রী পেয়েছিলেন। ডিজিআর দ্বারা স্পনসর করা, এই উদ্যোগটি বিশেষভাবে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য তাদের উদ্যোক্তা জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই প্রবীণরা অবসরের পরে লাভজনকভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা হয়েছে। মন্ত্রী তাদের উৎসর্গ এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রশংসা করেন। এনআইইএসবিইউডি-এ ৩০০০ জনেরও বেশি প্রাক্তন সৈনিক ইডিপি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

ওয়ার্ল্ড ফিনান্সের সাসটেইনেবিলিটি অ্যাওয়ার্ডস-এ ভূষিত হল তুর্কি এয়ারলাইন

কলকাতা: তুরস্কের জাতীয় পতাকাবাহী তুর্কি এয়ারলাইনস, এভিয়েশন সেক্টরে তার অগ্রগামী টেকসই উদ্যোগ প্রদর্শন করে একটি নতুন উদাহরণ স্থাপন করেছে। টানা তৃতীয় বছরের জন্য তুর্কি এয়ারলাইনস ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স থেকে "সবচেয়ে টেকসই ফ্ল্যাগ ক্যারিয়ার এয়ারলাইন" পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। তুর্কি এয়ারলাইন্স স্বেচ্ছাসেবী কার্বন অফসেট প্ল্যাটফর্ম, টেকসই এভিয়েশন ফুয়েল, টেকসই ইন-ফ্লাইট পণ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং এর যাত্রীদের জন্য একটি টেকসই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু সংকটের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। ২০০৮ সাল থেকে, তুর্কি এয়ারলাইন্স তার কার্বন পদচিহ্ন কমাতে ১০০ টিরও বেশি অপারেশনাল অপ্টিমাইজেশন প্রকল্প পরিচালনা করেছে এবং গত বছর এয়ারলাইন জ্বালানী সাশ্রয় এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স সাসটেইনেবিলিটি অ্যাওয়ার্ডস বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এমন সংস্থাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যেগুলি পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক টেকসইতার ক্ষেত্রে সেরা অনুশীলনগুলি প্রদর্শন করে। ২০০৮ সাল থেকে, ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স বিশেষজ্ঞ জুরি সদস্যদের দ্বারা মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন সেক্টরে সেরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুরস্কারের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তুর্কি এয়ারলাইন্স বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আহমেত বোলাত বলেছেন, "তুর্কি এয়ারলাইন্স টেকসইতা এবং পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে টানা তৃতীয় বছরের জন্য সর্বাধিক টেকসই ফ্ল্যাগ ক্যারিয়ার এয়ারলাইন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হল ২০৫০ সালের মধ্যে ডিজিটালাইজেশনে বিশ্বের শীর্ষ তিনটির মধ্যে একটি হয়ে ওঠা।"

ডিজনির অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দিন: সঙ্গে সেইলিং ফ্রম সিঙ্গাপুর ইন ২০২৫

কলকাতা: সেইলিং ফ্রম সিঙ্গাপুর ইন ২০২৫, ডিজনি অ্যাডভেঞ্চারের ম্যাজিক নিয়ে এল ডিজনি ক্রুজ। এবার আপনার পরিবারকে ছুটির দিনে সমুদ্রে কাটানোর অফার নিয়ে এসেছে ডিজনি। এশিয়ার হোমপোর্টে প্রথম ডিজনি ক্রুজ লাইন জাহাজ হবে গন্তব্য। সমুদ্রে জাদুর মতো দিনগুলিতে আপনার সঙ্গে থাকবে ডিজনির ইমার্সিভ স্টোরি টেলিং ও ক্যাপটিভেটিং এন্টারটেইনমেন্ট এনজয় করার সুযোগ।"আমরা প্রথমবারের মতো এশিয়ায় ডিজনি ক্রুজ লাইনের ম্যাজিক নিয়ে আসছি, এবং আমরা আমাদের অতিথিদের ক্রুজে ডিজনির মজা দিতে চাই যা তারা শুধুমাত্র আমাদের একটি জাহাজে চড়েই উপভোগ করতে পারেন", একথা বলেছেন শ্যারন সিস্কি, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার, ডিজনি ক্রুজ লাইন। ডিজনি অ্যাডভেঞ্চার যাত্রার পাশাপাশি হয়ে উঠবে গন্তব্য। সীমাহীন সম্ভাবনার সমুদ্রযাত্রা প্রাণবন্ত জীবনে আনবে ডিজনির মজা। কল্পনা, আবিষ্কার, ফ্যান্টাসি এবং অবশ্যই অ্যাডভেঞ্চারের জাদুতে, অতিথিরা সাতটি অনন্যভাবে থিমযুক্ত এলাকায় যাত্রা শুরু করবে, প্রতিটি জাহাজ কয়েক ডজন অবিশ্বাস্য চরিত্র এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার সাথে পূর্ণ হবে। কল্পনার শক্তি, যা নতুন অ্যাডভেঞ্চারের দরজা খুলে দেয় এবং স্বপ্নদর্শীদেরকে তাদের নিজস্ব জাদু তৈরি করতে উৎসাহিত করে, তারা ডিজনি ইমাজিনেশন গার্ডেনে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই অতিথিদের মোহিত করবে।

টাটা মোটরসের সাথে উপকৃত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ট্রাক ড্রাইভাররা

কলকাতা/গুয়াহাটি: ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক টাটা মোটরস, ভারতীয় ট্রাকিং শিল্পে পরিষেবা বাস্তুতন্ত্রকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি যানবাহনের উচ্চ আপটাইম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি টাইট ফ্রেট ডেলিভারি টাইমলাইন পূরণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ট্রাক ড্রাইভারদের সুস্থতাকে প্রাধান্য দিয়ে কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে গ্রাহকদের একটি চমৎকার মালিকানার অভিজ্ঞতার আশ্বাস দিচ্ছে। টাটা মোটরস, ভারতের লজিস্টিক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। ন্যূনতম ডাউনটাইম সহ যানবাহন মসৃণভাবে চালানো ব্যবসার সাফল্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ১৭২ টি টাচপয়েন্টে পপরিষেবা প্রদান করছে এবং একটি বিস্তৃত পরিষেবা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। টাটা মোটরসের কর্মচারীবৃন্দ অত্যন্ত দক্ষ প্রযুক্তিবিদ, যারা কোম্পানির দ্বারা ক্রমাগত প্রশিক্ষিত হচ্ছে। কোম্পানি মালিকানার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে একটি স্যুট অফার করেছে, যা বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি এবং ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে Tata Alert এবং Tata Kavach- এগুলি দুর্ঘটনাজনিত যানবাহনগুলির জন্য দ্রুত সহায়তা এবং মেরামত প্রদান করে। Tata Zippy Assurance পরিষেবা সংক্রান্ত উদ্বেগের সময়মত সমাধান নিশ্চিত করে। কোম্পানি তার 'Tata Samarth'-এর মতো ব্যাপক প্রশিক্ষণ উদ্যোগ এবং কর্মসূচির মাধ্যমে ড্রাইভার কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। এই উদ্যোগগুলি ট্রাক ড্রাইভারদের নিরাপদে এবং দক্ষতার সাথে যানবাহন চালানোর জন্য সর্বশেষ দক্ষতা এবং জ্ঞান দিয়ে সজ্জিত করার পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান এবং তাদের পরিবারের জীবনকে উন্নত করে। টাটা মোটরস গ্রাহকের চাহিদা এবং আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার মালিকদের মধ্যে মালিকানার একটি দৃঢ় বোধ জাগিয়ে তোলে, যা শুধুমাত্র তাদের ব্র্যান্ড ইমেজকে শক্তিশালী করে না, বরং পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিতেও অবদান রাখে।

কোকা কোলা কোম্পানির অনেস্ট টি লঞ্চ করল #ফাইন্ডইওরগুড ক্যাম্পেইন

কলকাতা: অর্গানিক গ্রিন টি সহ একটি রেডি-টু-ড্রিংক পানীয় অনেস্ট টি তাদের নতুন #ফাইন্ডইওরগুড ক্যাম্পেইনের কথা ঘোষণা করেছে। যেখানে তারা খ্যাতিমান লেখক, কলামিস্ট এবং সুস্থতা-উৎসাহী টুইঙ্কল খান্নার সহযোগিতায় পেয়েছে। সদ্য লঞ্চ হওয়া চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে টুইঙ্কল খান্নার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে অনেস্ট টি তাকে শান্ত করছে। এই চা বিখ্যাত মাকাইবাড়ি টি এস্টেট থেকে পাওয়া জৈব গ্রীন টি দিয়ে তৈরি। অনেস্ট টি-এর প্রচারাভিযান স্বস্তির উপায় সংজ্ঞায়িত করে। ব্র্যান্ড দুটি দুর্দান্ত স্বাদ, লেবু-তুলসি এবং আম ফ্লেভার অফার করে।

প্রচারাভিযান শুরু করার জন্য, অনেস্ট টি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ভোক্তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক চলচ্চিত্র এবং ডিজিটাল অ্যাক্টিভেশনের একটি সিরিজ রোল আউট করবে। ডব্লিউপিপি ওপেন এক্স দ্বারা ধারণাকৃত, প্রচারাভিযান ফিল্মটি, এমন একটি মুহূর্ত ক্যাপচার করে যেখানে টুইঙ্কল তার প্রতিদিনের কাজের তালিকার মুখোমুখি হন। কিন্তু যখন তিনি আরাম করতে বসেন, তখন অনেস্ট টি-এর চুমুক উপভোগ করেন এবং বলেন "আপনার জন্য কী ভাল তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আপনার।"

অনেস্ট টি-এর সাথে সহযোগিতার বিষয়ে বলতে গিয়ে, টুইঙ্কেল খান্না বলেছেন, "আমি #ফাইন্ডইওরগুড ক্যাম্পেইনের অংশ হতে পেরে উত্তেজিত। দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ এবং ভারসাম্য খুঁজতে এই প্রচারাভিযান আধুনিক নারী কল্যাণে একটি ইতিবাচক রূপান্তর আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।"

ভারতের বাজারে ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই৪ লাইট ৫জি

কলকাতা: ভারতে লঞ্চ হল গ্লোবাল টেকনোলজি ব্র্যান্ড ওয়ানপ্লাস-এর নতুন স্মার্টফোন - ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই৪ লাইট ৫জি। সুপার সিলভার, মেগা ব্লু ও আল্ট্রা অরেঞ্জ রঙের ওয়ানপ্লাস নর্ড সিই৪ লাইট ৫জি স্মার্টফোনটি ২৭ জুন থেকে পাওয়া যাচ্ছে দুইটি ভেরিয়েন্টে: ৮জিবি+১২৮জিবি ও ৮জিবি+২৫৬জিবি। এর দাম শুরু হয়েছে ১৯,৯৯৯ টাকা থেকে। নতুন মডেলের এই স্মার্টফোনে আছে ৫৫০০এমএএইচ হাই-ক্যাপাসিটি ব্যাটারি, যার সঙ্গে রয়েছে ৮০ওয়াট সুপারভুক ফাস্ট চার্জিং, ২১০০ নিটস পিক ব্রাইটনেস-সহ ১২০হার্টজ অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ওআইএস-সহ সোনি লাইটিয়া ৬০০ ক্যামেরা। এই ফোন ফ্ল্যাগশিপ-লেভেল ব্যাটারি পারফর্ম্যান্স দেবে, যার ফলে ২০.১ ঘন্টা ইউটিউব প্লেব্যাক সম্ভব হবে। একইসঙ্গে, উন্নতমানের কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন ৬৯৫ ৫জি প্লাটফর্ম এবং এক দুর্দান্ত ফোটোগ্রাফি সিস্টেম।

শুরু হল উইম্বলডন, প্রথমদিন কোর্টে নামছেন আলকারাজ-আজারেঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সোমবার থেকে শুরু হল ২০২৪ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা। প্রথমদিন লড়াইয়ে নামছেন কার্লোস আলকারাজ, সুমিত নাগাল, অ্যারিনা সাবালেঙ্কা, জ্যানিক সিনার, কোকো গফ সহ অন্য খেলোয়াড়রা। ভারতীয় টেনিস তারকা সুমিত নাগাল প্রথম রাউন্ডে সার্বিয়ার মিওমির কেকমানভিচের মুখোমুখি হবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমিনা বেকতাসের মুখোমুখি হবেন বেলারুশের সাবালেঙ্কা। আলকারাজ এস্তোনিয়ার মার্ক লাজালের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবেন। টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচকে টপকে বিশ্বের নয়া এক নম্বর ইতালির জ্যানিক সিনার জার্মানির ইয়ানিক হ্যানফম্যানের বিরুদ্ধে কোর্টে নামবেন। মহিলাদের টেনিসে সম্প্রতি র‍্যাংকিংয়ে ২ নম্বরে উঠে আসা কোকো গফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিন ডলেহাইডের মুখোমুখি হবেন। নাওমি ওসাকা, দুই বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন বেলারুশের ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কাও এদিন কোর্টে নামবেন। রাশিয়ার একেতেরিনা আলেকজান্দ্রোভা ব্রিটেনের এমা রাডুকানুর বিরুদ্ধে খেলবেন। ভারতের সুমিত নাগালের দিকে নজর থাকবে এদেশের টেনিসপ্রেমীদের। প্রথম রাউন্ডে নাগাল সার্বিয়ার মিওমির কেকমানভিচের বিরুদ্ধে নামবেন তিনি। নাগাল বর্তমানে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৭৩ নম্বরে রয়েছেন। ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ডে কারেন খাচানভের কাছে হারের পর উইম্বলডনে নাগাল কেমন খেলেন সেটাই দেখার।

ভারত বিশ্বকাপ জিততেই অকাল হোলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তখন যে মধ্যরাত মনে হয়নি কারও। না হওয়ারই কথা। কোথাও রাস্তায় হাজার হাজার লোক ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। কোথাও ফুটছে বাজি। কোথাও আবির নিয়ে মেতে উঠেছে আবালবৃদ্ধবনিতা। ২৯ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততেই এমনই আনন্দে ভাসল কোচবিহার। কোচবিহার জেলা শহরের দাস ব্রাদার্স মোড় থেকে সুনীতি রোড, দিনহাটার পাঁচ মাথার মোড়, তুফানগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড সর্বত্র একই চিত্র। ক্রিকেট নিয়ে ভারতীয়দের আবেগ নতুন নয়। এবারে টি-টোয়েন্টি খেলায় প্রত্যেকটি ম্যাচে ভারতের জয় দেশের মানুষের আশা অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই ওইদিন বিশ্বকাপ দেখতে জটলা ছিল কোচবিহারের বহু জায়গায়। কেউ কেউ বাড়িতে বসেই খেলা দেখেছেন। কোথাও কোথাও আবার জায়ান্ট স্ক্রিন টাঙানো হয়েছিল। একসময় ম্যাচ থেকে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ভারতীয় সমর্থকরা। পরে অবশ্য ভারতের ঘুরে দাঁড়াতে দেখে চাঙ্গা হয়ে ওঠেন সবাই। যখন সূর্যকুমার বাউন্ডারি লাইনে দুর্দান্ত একটি ক্যাচ লুফে নিলেন, তখনই যেন ফয়সালা হয়ে গেল। চারদিকে হইচই পড়ে গিয়েছে। আর শেষ বল ক্রিজে পড়তে না পড়তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন সবাই। কারও পরনে ভারতের জার্সি, কারও হাতে দেশের জাতীয় পতাকা। সঙ্গে রোহিত, বিরাট, সূর্যকুমার, বুমরাহদের নামে জয়ধ্বনি। মধ্যরাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কোচবিহারে ভবানীগঞ্জ বাজারের

দাস ব্রাদার্স মোড়ে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে আনন্দ-উৎসব বাইকে-গাড়িতে-জাতীয় পতাকার ছয়লাপ হয়ে যায়। প্রধান সড়ক ধরেও ছুটতে থাকেন মানুষ। পাড়ায় পাড়ায় দেদারে বাজি ফুটতে শুরু করে। দিনহাটার পাঁচ মাথার মোড়েও ভিড় জমে যায়। কোচবিহারের বাসিন্দা শংকর রায় বলেন, "মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়েছিলাম দেশের জয়ের জন্য। আজ মনটা ছটফট করছিল। আশা ছিল জিতব। কিন্তু একসময় খুব অস্থির হয়ে উঠি। এত বছর পর বিশ্বকাপ জয়ে আর রাতে ঘুমোতে পারিনি।"

বেরিলে বিপর্যস্ত বার্বাডোজ, আজই কি দেশে ফেরার বিমান ধরবেন রোহিতরা?

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্রিজটাউন: ঘূর্ণিঝড় বেরিলের প্রভাবে বার্বাডোজের জনজীবন বিপর্যস্ত। বন্ধ বিমানবন্দরও। যার ফলে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারত, রানার্স দক্ষিণ আফ্রিকা, দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে বিশ্বকাপ ফাইনাল কভার করতে আসা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সকলেই আটকে গিয়েছেন ব্রিজটাউনে।

সোমবার সন্ধ্যার পর জানা গিয়েছে, বার্বাডোজে আটকে থাকা ভারতীয় দল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেখান থেকে বিমানে চড়তে পারে। যদিও সেই বার্বাডোজ থেকে বিমানে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য গতিপথ কী হতে চলেছে, কোন পথে রোহিত শর্মারা দেশে ফিরবেন—এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল, ব্রিজটাউন থেকে নিউ ইয়র্ক, দুবাই হয়ে টিম ইন্ডিয়া মুম্বই ফিরবে। বিশ্বকাপ জয়ের পর ছবিটা বদলে গিয়েছে।

টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের পাশে বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শা ও সভাপতি রজার বিনিও আটকে রয়েছেন সেখানে। সবাইকে একসঙ্গে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কুটনৈতিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও বেরিলের প্রভাব কমে সমুদ্র শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপাতত কিছুই হওয়ার নয়। বিসিসিআই সচিব জয় বলেছেন, 'আমরা অনেকেই এখানে আটকে রয়েছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে এখনই কিছু করার নেই। দ্রুত ভারতীয় দলকে দেশে ফেরানোর জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হবে।'

টিম হোটেলে সূর্যদের জমিয়ে নাচ, বিশেষ কেক কাটলেন রাহুল, রোহিত, কোহলিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: বিশের বিশ্বকাপ (T20 World Cup 2024) জিতে আজই দেশে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে সকাল সকালই অবতরণ করেছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবরা (SuryaKumar Yadav)। তারপরই নয়াদিল্লির টিম হোটেলে রওনা দেয় ভারতীয় ক্রিকেট দল (Indian Cricket Team)। সেখানেই নিজের নাচে নজর কাড়লেন সূর্যকুমার যাদব।

রোহিত শর্মাসহ গোটা ভারতীয় দলই নয়াদিল্লি বিমানবন্দর থেকে সোজা টিম বাসে চেপে চলে যান নয়াদিল্লির 'আইটিসি মৌর্য' হোটেলে। দুপুরে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে সকালটা সেখানেই থাকছে টিম ইন্ডিয়া। করতালির মাধ্যমে তাঁদের স্বাগত জানান হোটেল কর্মীরা।

রোহিতদের বিশেষ অভ্যর্থনা জানাতে ঢাক ঢোলের আয়োজন করেছিল হোটেল কর্তৃপক্ষ। সেই তালেই কোমড় দুলালেন রোহিত, পন্থ, হার্দিকরা। তবে 'শো স্টিলার' সূর্যকুমার যাদব। তাঁর দুরন্ত নাচ এক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। মন খুলে নাচ ঢোলের তালে নাচ করেন সূর্য।

হোটেলে রোহিতদের স্বাগতক জানাতেও আর একাধিক আয়োজন করা হয়েছিল। দলের জার্সির রং এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নকশা আঁকা বিশেষ কেক ভারতীয় দলের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ছিলেন বিশেষ প্রাতঃরাশও। টিম ইন্ডিয়া আজই টিম হোটেল থেকেই ৭, লোক কল্যাণ মার্গ, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে বেরানোর আগেই ওই বিশেষ কেক কাটেন টিম ইন্ডিয়া অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ রাহুল দ্রাবিড়।

শুধু তাই নয় এক বিশেষ জার্সি পরেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে রওনা দেন রোহিতরা। সেই জার্সির সামনে লেখা 'চ্যাম্পিয়ন্স'। টিম ব্যাজের উপর জ্বলজ্বল করছে দুইটি তারা। এই দুইটি তারা ভারতীয় দলের দুইটি বিশ্বকাপ জয়ের পরিচয়বাহক। টিম ইন্ডিয়ার তারকা ক্রিকেটার সঞ্জু স্যামসন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই জার্সির ঝলক শেয়ার করেন। প্রসঙ্গত, আজই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সারার পর মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে ভারতীয় দল। সেখানেই টিম ইন্ডিয়ার ব্যাস প্যারেড থেকে দলকে সম্বর্ধনা জানানো, সবটাই করা হবে।

রোমানিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে রোমানিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ইউরো কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল নেদারল্যান্ডস। শেষ আটে তুরস্কর বিরুদ্ধে খেলবে তারা। ২০০৮ সালের পর প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস।

ম্যাচ শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে দু'একটি আক্রমণ করেছিল রোমানিয়া। তারপরে খেলার দখল পুরোটা নিয়ে নেয় ডাচরা। ডান প্রান্তে ডামফ্রিস দুর্দান্ত খেললেন। তাঁকে আটকাতে পারছিলেন না রোমানিয়ার ডিফেন্ডারেরা। ২০ মিনিটের মাথায় নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে দেন কোডি গ্যাকপো। প্রথম পোস্টে দাঁড়িয়েও গোল বাঁচাতে পারেননি রোমানিয়ার গোলরক্ষক। চলতি ইউরোয় নিজের তৃতীয় গোল করে ফেললেন গ্যাকপো। ৫৮ মিনিটে ভ্যান ডাইকের হেড কোনও রকমে বাঁচান রোমানিয়ার গোলরক্ষক নিতা। ৬২ মিনিটে আবার লম্বা দৌড় গ্যাকপোর। বক্সের বাইরে থেকে গোল লক্ষ্য করে শট নেন তিনি। ভালো সেভ করেন নিতা। পরের মিনিটেই কর্নার থেকে গোল করেন গ্যাকপো। কিন্তু ভার প্রযুক্তি দেখে অফসাইড বলে তা বাতিল করেন রেফারি। ৮৩ মিনিটে তিন ফুটবলারকে কাটিয়ে গ্যাকপো বল সাজিয়ে দেন মালেনের জন্য। গ্যাকপোর পাস ধরে দলের দ্বিতীয় গোল করেন মালেন। সংযুক্ত সময়ের তৃতীয় মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন তিনি।

পেনাল্টি মিস করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

নিজস্ব সংবাদদাতা: পেনাল্টি মিস করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এমনই দৃশ্য দেখা গেল স্লোভেনিয়া-পর্তুগাল ম্যাচে। সোমবার গভীর রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল ইউরোপের দুই দল। ২০১৬-র ইউরো জয়ীরা দাপটের সঙ্গেই খেলছিলেন। কিন্তু রোনাল্ডো ছাড়া কেউই গোলের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারছিলেন না। পর্তুগাল নিজেদের মধ্যে একাধিক পাস খেলতে খেলতে আক্রমণে উঠলেও স্লোভেনিয়ার রক্ষণকে টলাতে পারেনি তারা। বক্সের কাছাকাছি গিয়ে থেমে যাচ্ছিল তাদের আক্রমণ।

নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধের শেষ দিকে পেনাল্টি পায় পর্তুগাল। পেনাল্টি নিতে আসেন রোনাল্ডো। কিন্তু ব্যর্থ হন। তার শট বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচিয়ে দেন স্লোভেনিয়ার গোলরক্ষক। পেনাল্টি মিস করার পর কাঁদতে দেখা যায় রোনাল্ডোকে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। সতীর্থরা ছুটে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেও কান্না থামছিল না পর্তুগিজ অধিনায়কের। টাইব্রেকারে গোল করে শেষ পর্যন্ত রোনাল্ডোর মুখে একটু হলেও হাসি ফেরে। তবে সোমবার ফ্রাঙ্কফুর্টে পর্তুগালের জয়ের নায়ক গোলকিপার দিয়োগো কোস্তা। টাইব্রেকারে তাঁর তিনটি সেভ কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছে পর্তুগালকে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96